হেমলতা

বিবিধ উপদেশ পূর্ণ সাহিত্য।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র কর কর্ত্তৃক বিরচিত।

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৩।

হেমলতা।

প্রথম সর্গ।

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম বিভাগে চিতোর নগরের অনতিদূরে নাগীন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ নগরী আছে, (যে স্থানে মহাদেবী করীন্দ্রবাহিনী অষ্টভুজা, দেবাদিদেব মহাকালাভিধান ভগবান এক লিঙ্গের সহবাসিনী হইয়া বিরাজ করেন) তথায় পূর্ব্বকালে বীরসেন নামে প্রবল প্রতাপশালী নরপতি বাস করিতেন। তিনি মানে কুরুপতি, দানে অঙ্গপতি, বিভবে ধনপতি, এবং ক্ষমাগুণে বসুমতীর ন্যায় ছিলেন।

তাঁহার রাজধানীর রমণীয়তা দর্শন করিলে বোধ হয়, যেন, সুরপতি অসুরভয়ে ভীত হইয়া সুরপুরী পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন গিরিকন্দরে দ্বিতীয় অমরাবতী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আহা! রাজপুরের চতুষ্পার্শ্বে উচ্চতর অচল সমূহ ও তদুপরি বিবিধ তরুলতা বিরাজিত থাকায়, কিবা আশ্চর্য্য সুষমা সম্পাদন করিতেছে। নানা জাতি বিহগাবলী বিবর্ণিত তরুশাখায় নীড় নির্ম্মাণ করিয়া পরমসুখে অবস্থান করিতেছে। কোন স্থানে সুবিমল নির্ঝরবারি মুক্তা-

কলাপ মালার ন্যায় মৃদু মধুর ঝর ঝর স্বরে প্রবাহিত হই তেছে। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে তরুচ্ছায়ার অভ্যন্তরে দিবাকরের কিরণমালা পতিত হওয়ায় প্রতীয়মান হইতেছে যেন, শ্যামাঙ্গ পর্ব্বতোপরি প্রবাল বৃষ্টি হইয়াছে।

রাজা এবম্বিধ রাজধানীতে পরমসুখে নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করেন। তাঁহার সুশীলা নাম্নী পরম সুশীলা এক রাজ্ঞী, সুখসেন নামে রমণীয় দর্শন এক পুত্র ও হেমলতা নাম্নী রূপনিধান এক কন্যা ছিল। আহা! সেই কন্যার রূপ লাবণ্যের কথা কি বলিব! তাঁহাকে অকস্মাৎ নেত্রগোচর করিলে বোধ হয় যেন, ভগবতী কমলাদেবী বাল্য ক্রীড়াভিলাষে নারায়ণোৎসঙ্গ পরিহার করিয়া লীলাচ্ছলে ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সুশীলতাদি সদ্গুণ সমষ্টি যেন ভূলোকে স্থান লাভে বিমুখ হইয়া তাহারই হৃদয়মন্দিরে আবাস গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গ ভূষণ হইয়া রহিয়াছে।

কন্যার বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ হইতে না হইতেই তিনি সংস্কৃত ও শিল্প বিদ্যাদির পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। বিদ্যারূপ বিমল প্রতিভা তাঁহার হৃদয় মুকুরে প্রতিফলিত হওয়াতে তিনি ধর্ম্মপথে সততই মতি রাখিতেন। পিতৃভক্তি, মাতৃশুশ্রূষা, ভ্রাতৃ স্নেহ এবং দীন দরিদ্রের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণ সমূহ তাঁহার নিয়মিত ব্রতের স্বরূপ ছিল। তিনি কখন অপ্রিয় বাক্য মুখেও আনিতেন না, বিশেষতঃ জননীর সুশীল স্বভাব বশতঃ কুক্রিয়া কুবচনাদি দুঃশীলতার মর্ম্ম জানিতেন না।

একদা রাজা বীরসেন রাজ্ঞীর সহিত একাসনোপবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার কথোপকথনে সময় যাপন করিতেছেন

এমন সময়ে রাজ্ঞী বলিলেন, মহারাজ! আপনি সর্ব্বদাই রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকেন, হেমলতার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না, আপনি জানেন না যে, আমার হেমলতা প্রকৃত হেমলতাই বটে। ফলতঃ সংসারের যত কিছু সুখ সম্পদ আছে, তন্মধ্যে সন্তানোৎসবই সর্ব্বাগ্রে গণ্য, অতএব এক্ষণে হেমলতার বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজা রাজ্ঞীর মুখে তনয়ার এবম্বিধ সুশীলতার প্রশংসা শ্রবণে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়া কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদানাভিলাষে যত্নবান হইয়া বরান্বষণে স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর রাজা রাজকার্য্য সম্পাদনার্থে বুধগণ পরিবেষ্টিত আছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! কর্ণাট নগর হইতে রাজা দন্তবাটের সন্দেশহারী আসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, আজ্ঞা হইলে সমক্ষে লইয়া আসি। রাজা দূতকে আনিতে অনুমতি করিলেন। প্রতিহারী আজ্ঞামাত্র লিপিহস্ত দূতকে রাজার সম্মুখীন করিল; দূত, রাজা দন্তবাটের লিপি, রাজা বীরসেনকে সমর্পণ করিল। ভূপতি পত্রপাঠ করিয়া মন্ত্রিপ্রধান সুবককে আহ্বান করিয়া কহিলেন মন্ত্রিবর! কর্ণাটের রাজা দন্তবাট তাঁহার পুত্র বিনোদসিংহের সহিত হেমলতার পরিণয়াভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে ইহার কি করা কর্ত্তব্য?

মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! ভূপতনয়া হেমলতা সৎপাত্রের সহধর্ম্মিণী হইবেন, ইহা হইতে আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? বিশেষতঃ আমি জানি, কর্ণাট ভূপালের পুত্র বিনোদ সিংহ পরম সুশীল সদ্বর্ত্তন ও সর্ব্বশাস্ত্রের পার-

দর্শী, এবং সমস্ত সদ্গুণের আকর, আর রাজকুমারী হেমলতাও তদনুরূপ পাত্রীই বটেন; সুতরাং এরূপ সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা তাদৃশ সৎপাত্রে সম্প্রদান করাই শ্রেয়স্কর। অথবা পারিজাত মাল্য দেবরাজ ব্যতীত আর কাহার কণ্ঠে শোভমান হইতে পারে! রাজা মন্ত্রিপ্রবরের এতাদৃশ অনুমোদন বাক্যে প্রহৃষ্ট ও প্রোৎসাহিত হইয়া মহিষীর মনোগত ভাব অবগত হইবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন। রাণী অন্তঃপুরে পৌরাঙ্গনাগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া উপবিষ্টা ছিলেন, এমত সময়ে রাজাকে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আসন প্রদান করিয়া বলিলেন, নাথ! এই অসময়ে অধীনীর ভবনে আপনার অনিয়মিত আগমন দৃষ্টে অত্যন্ত শঙ্কিতা হইতেছি, অতএব কি নিমিত্ত আগমন হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া এ অধীনীর চঞ্চলচিত্ত সুস্থির করুন।

রাজা আসন পরিগ্রহণানন্তর কহিলেন, প্রিয়ে! এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? শঙ্কিত হইবার বিষয় নহে। মহিষী রাজার আশ্বাসবাক্যে পুলকিতা হইয়া বলিলেন, নাথ! তবে আজ্ঞা করুন কি নিমিত্ত শুভাগমন হইয়াছে। রাজা কহিলেন, কর্ণাটাধিপতি রাজা দন্তবাট তাঁহার পুত্রের সহিত হেমলতার পরিণয়াভিলাষী হইয়া পত্রসহ পদাতি প্রেরণ করিয়াছেন, এবং মন্ত্রির মুখে শ্রবণ করিলাম, সে পাত্রও সমস্তসদ্গুণের আধার, সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত ও হেমলতার যথোপযুক্ত পাত্রই বটে, অতএব এরূপ সৎপাত্রে হেমলতাকে প্রদান করার বিষয়ে তোমার কি অভিমত, জানিতে পারিলে মনোরথ পূর্ণ হয়।

রাজ্ঞী বলিলেন মহারাজ! হেমলতা সৎপাত্রের হস্তগতা হইয়া আমাদিগের আনন্দসাগরে সেতুসংস্থাপন ও নয়নযুগলের সুখ সংবর্দ্ধন করিবে ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? বিশেষতঃ মহারাজের অভিপ্রায় হইলে এ দাসীর মতামতের অপেক্ষা কি? যেহেতু স্বামী স্বভাবতঃ স্ত্রীদিগের পরমগুরু, সুতরাং জীবিতেশ্বর জীবিত সত্ত্বে কোন বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব করা অধীনাগণের উচিত নহে।

রাজা বলিলেন প্রিয়ে! এমত কথা বলিবে না, দেখ! শাস্ত্রে কথিত আছে সন্তানদিগের প্রতি পিতা মাতা উভয়েরই তুল্যাধিকার, বিশেষতঃ মন্বাদি বচনেও ব্যক্ত আছে যে, পুত্র কন্যাগণের আদান প্রদান বিষয়ে উভয়েরই সম্মতির প্রয়োজন, অধিকন্তু পুত্রের প্রতি পিতার এবং কন্যার প্রতি মাতার সমধিক স্নেহ ও কর্ত্তৃত্ব, অতএব এতদ্বিষয়ে যাহা অভিপ্রায় হয় ব্যক্ত কর। মহিষী বলিলেন, নাথ! যদি আপনার অভিরুচি হইয়া কেবল এ দাসীরই সম্মতির অপেক্ষা থাকে তবে আমার মতেও উপস্থিত উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা বিধেয়।

রাজা মহিষীর সম্মতিলাভে সন্তুষ্ট হইয়া, সহর্ষে সচীব সমীপে সভাভবনে উপনীত হইলেন। এবং কর্ণাট নরেশের লিপ্যুত্তরে কন্যাদান বিষয়ে সুসম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক সমাগত দূতকে বিদায় দিয়া, বিবাহোপযোগী সামগ্রী সকল আহরণার্থে রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন।

রাজানুচরগণ নৃপাদেশে আহ্লাদিত হইয়া দিগ্‌দেশান্তর হইতে নানা প্রকার ভোগ্য বস্তু ও বিবাহোপযোগী অন্যান্য সামগ্রী সকল আহরণ করিতে লাগিল। নগর

আনন্দময় কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নাগরিক জনপুঞ্জ রাজকুমারী হেমলতার উদ্বাহোপলক্ষে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দানুভব করিতে লাগিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রতিঘরে গীত বাদিত্রাদি মঙ্গল ধ্বনি হইতে লাগিল। রাজাও স্বগণ সমভিব্যাহারে সন্তোষে সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজমাহিষী সুশীলা অন্তঃপুরে নগরাঙ্গনাগণকে আহ্বান পূর্ব্বক স্ত্রী আচার মাঙ্গলিক ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রাজতনয়া হেমলতাকে শুভ দিনে হরিদ্রাক্ত তৈল ও সুশীতল বারি দ্বারা স্নান করাইয়া বেশভূষায় ভূষিত করিতে সখীগণের প্রতি অনুমতি করিলেন। হেমলতার সঙ্গিনী মদনিকাও আনন্দদায়িকা আজ্ঞামাত্র মণি কাঞ্চনাদি বিনির্ম্মিত বিবিধ ভূষণে হেমলতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভূষিত করিতে লাগিল।

হায়! কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে যেন সেই স্বর্ণময় আভরণ সমূহের কান্তি কলাপ হেমলতার হেমকলেবরে ক্রমে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল। হিরণ্ময় মুকুটস্থ হীরক খণ্ডের প্রতিভা তাঁহার হরিণলোচনের ছটার সহিত সম্মিলিত হইল। মুক্তাকলাপের জ্যোতিঃ কুন্দপংক্তি সদৃশ দন্ত পংক্তিতেই প্রতিফলিত হইয়া রহিল। এবং সুবর্ণাভরণের সুবর্ণরাশি হেমলতার তপ্তকাঞ্চননিভ সুবর্ণের সহিত বিলিপ্ত হইয়া রহিল। অহো! বোধ হইল যেন তাহারা চিরবিরহিণী সঙ্গিনীকে প্রাপ্তে আহ্লাদে প্রফুল্লিতা ও যূথভুক্তা হইয়া থাকিল। সহচরীগণ রাজকুমারীর তাদৃশ অভিনব মনোহারিণী রূপমাধুরী সন্দর্শনে

আহ্লাদে গদ্‌গদ চিত্তা হইয়া সেই লাবণ্যময়ীর রূপ লাবণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। ফলতঃ সর্ব্বসুলক্ষণা কামিনীর অঙ্গভূষণ বাহুল্য মাত্র।

রাজ্ঞী মাঙ্গল্য বিধানে স্ত্রীআচার সহকারে তনয়ার উদ্বাহাধিবাস সম্পন্ন করিলেন। ক্রমে দিবাবসান হওয়াতে ভগবান নলিনীনায়ক অস্তাচল-চূড়ায় আরূঢ় হইলে পশ্চিম দিগ্‌ভাগ যেন সরোজিনীর প্রতি ঈর্ষা পরবশতঃ রক্তিমরাগ ধারণে সুসজ্জিতা হইয়া রাশি রাশি হাস্য বিস্তার করিতে লাগিল। সন্ধ্যাদেবী দিনকরের হীন করাবলোকনে তমোময় মলিনবসনে অবগুণ্ঠন পূর্ব্বক আস্তে আস্তে সমাগত হইলেন। বিজনবাসী বিহগাবলী কূজনধ্বনি করিয়া স্ব স্ব কুলায় আগমন করিতে লাগিল। সদ্যপ্রসূতা বৎসচ্যুতা গাভীগণ হম্বা রবে স্ব স্ব আবাসস্থানাভিমুখে ধাবিত হইল।

ক্রমে যামিনী দেবীর আগমন হইলে গগণমণ্ডল নক্ষত্রমালায় সুশোভিত হইল। পৃথ্বীদেবী যেন শূন্যমার্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই দ্বেষপূর্ব্বক আলোকাবলীতে সুসজ্জিতা হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিকে যামিনীপতি সায়ংকালীন বেশভূষায় ভূষিত হইয়া মন্থর বেগে উদয়াচল আশ্রয় করিলেন। কান্তবিরহী কুমুদিনী সময় পাইয়া ঈষদ্বিকশিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন প্রমদাগমে আমোদী হইয়া নলিনীর প্রতি ব্যঙ্গোক্তিচ্ছলে ঈষদ্ধাস্য করিতেছে। পঙ্কজিনী একে বন্ধুবিয়োগ, তাহাতে আবার প্রতিযোগিনীর গঞ্জনা প্রয়োগ সুতরাং উভয় খেদে খিদ্যমানা হইয়া ম্লানবদনে নবকিশলয়ের অভ্যন্তরে লুক্কায়িতা হইলেন। রাজপুরস্থ আবালবৃদ্ধ বালিকাগণ আনন্দসলিলে ভাসমান হইতে

লাগিলেন। বাদ্যোদ্যমের কোলাহলে নগর উৎসবময় হইল।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল ভগবান্ নলিনীবন্ধু লোহিত ভূষণে ভূষিত হইয়া উদয়াচল আশ্রয় করিলেন। আহা! বোধ হইল যেন অংশুমালী যামিনী যোগে কমলিনীর বিরহ-বেদনায় ব্যথিত ছিলেন বলিয়াই ক্রোধভরে সৃষ্টি দগ্ধ কর-ণাভিলাষে অগ্ন্যবতার হওত পূর্ব্বদিক উজ্জ্বল করিলেন। নক্ষত্রপুঞ্জ " ভাস্করের ভয়ে তস্করের প্রায় " আত্ম গোপন করিতে লাগিল। নিশিনাথ যেন সহস্ররশ্মির ভয়ে ভীত হইয়া বেগে গমন পূর্ব্বক অস্তগিরির অন্তরালে পলায়ন করিলেন। রজনী দেবী যেন প্রাণেশ বিরহে কাতরা হইয়া কুহেলিকা-পাত ব্যপদেশে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে অস্তগামিনী হইলেন। কুমুদিনী, বন্ধু বিরহিণী ইতর কামিনীর ন্যায় ম্লানবদনে মুদিতা হইল। চন্দ্রিকাপায়ী চকোরাবলী সুধাপানে বঞ্চিত হইয়া দীনভাবে সময় যাপন করিতে লাগিল। কমলিনী স্বকান্তের আগমন প্রতীক্ষায় ম্রিয়মাণ ছিল, সহসা আগন্তুক দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে কিশল-য়ের অন্তরাল হইতে মুখ বাড়াইতে লাগিল। মদোন্মত্ত মধুকরগণ নব প্রফুল্লিত পঙ্কজ পরিমলে পরিভ্রান্ত হইয়া গুন গুন স্বরে জগৎপাতা জগদীশ্বরের গুণগান করিতে লাগিল। পীকগণ কমলিনীর হর্ষের সহিত কুমুদিনীর বিরহদশার ঘোষণাদ্বারা কুহুরবে জগজ্জনের মনোরঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। নানা জাতি বিহগাবলী কলরবচ্ছলে পরমেশের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আহারান্বেষণে দিগ্দি-গন্তরে গমন করিল। চক্রবাকবধূ রজনীতে নায়ক বিরহে

কাতরা ছিল, সহসা সময় প্রাপ্তে সম্মিলিত হইয়া কূজনচ্ছলে যেন যামিনীকেই তিরস্কার করিতে লাগিল।

প্রভাতসমীরণ মন্দ মন্দ বেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। পতিপ্রাণা অভিসারিকা কামিনীগণ সুখশয্যা-শায়ী পরম প্রণয়াস্পদ প্রাণেশোৎসঙ্গ পরিত্যাগে ম্রিয়মাণা হইয়া যামিনীর সুখ সম্ভোগ সম্ভৃতচূর্ণ কুন্তলাদি বিগলদ্বেশ ভূষা বিন্যস্ত করিতে করিতে আস্তে ব্যস্তে গৃহ কর্ম্মে গমন করিল। মহর্ষিগণ অবগাহন মানসে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। পৃথিবীস্থ জনগণ স্ব স্ব উপাস্য দেবতার স্মরণ পূর্ব্বক সুপ্তোত্থিত হইলেন। ফলতঃ ইহাই প্রতীত হইল যেন প্রকৃতি দেবী বিবিধ শোভায় সুশোভিতা হইয়া জন-নিবহের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কর্ণাট নগরেও যার পর নাই আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। কর্ণাট রাজমহিষী সনাথা কামিনীগণ সমভিব্যাহারে করিয়া যথাবিহিত স্ত্রী আচার প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য সকল সমাধান করিলেন। রাজা এবং রাজমহিষীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। রাজ্ঞী সেই নিশাবসান সময়ে স্বীয় পুত্রের আইবড় ভাত ইত্যাদি শুভকর্ম্ম সম্পাদনান্তে নগরাঙ্গনাগণ সমভিব্যাহারে তৎসময়োচিত গোষ্ঠ প্রভাতী গীত মঙ্গলাদি সুসম্পন্ন করিলেন।

রাজা দন্তবাট স্বীয় পুত্রকে উদ্বাহোচিত বেশভূষণে বিভূষিত করিয়া নাগীন্দ্র নগরে প্রেরণার্থে সচিবগণের প্রতি আদেশ করিলেন। রাজানুচরগণ আজ্ঞামাত্র প্রফুল্লচিত্তে নানারত্নাভরণে রাজকুমারকে যথোচিত সুসজ্জিত করিলেন। চতুর্দ্দিকে রামাগণের মঙ্গলধ্বনি ও দ্বিজগণের বেদধ্বনিতে নগর

প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দ্বারদেশে কদলীমূলে চূতপল্লব-বিশিষ্ট পূর্ণকুম্ভ সংস্থাপিত হইল। সর্ব্বসুলক্ষণা কামিনীগণ কক্ষদেশে পূর্ণকুম্ভ ধারণ পূর্ব্বক যাত্রা মঙ্গল প্রদর্শন করিতে লাগিল। রাজকুমার সানন্দচিত্তে নানারূপ যাত্রা মঙ্গল দর্শন করিয়া শুভ যাত্রা করিলেন। অশ্বারোহী, গজারোহী অসংখ্য সৈন্য সশস্ত্রে অগ্রপশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

রাজকুমার এবম্বিধ সমারোহে নাগীন্দ্র নগরে উপনীত হইলে নাগীন্দ্রাধিপতি সম্ভ্রম সহকারে জামাতার যথোচিত সৎকার সম্পাদন করিলেন। ক্রমে দিবাবসান হইলে রজনী উল্লাসিনীরূপে সমাগত হইলেন। রাজা কন্যা সম্প্রদানার্থে নানারূপ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। জ্যোতির্ব্বিদেরা শুভক্ষণ দর্শনে কন্যাদানানুমতি করিলে, রাজা অনন্যমনা হইয়া নানারত্নালঙ্কারভূষিতা স্বীয় কন্যারত্ন যথা বিধানে শুভক্ষণে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিলেন। রাজা ও রাজমহিষী যোগ্য পাত্রে কন্যাদান সুখে সুখী হইলেন।

অনন্তর রাজমহিষী সুশীলা যথাবিধি স্ত্রী আচার সম্পন্ন করিলে বরকন্যা বাসর শয্যায় শায়িত হইলেন। হায়! জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় লীলা কৌশল! এবং প্রণয়েরই বা কি মহীয়সী শক্তি! রাজবালিকা হেমলতা অতুল সুশীলা ও সচ্চরিত্রা হইয়াও তৎকালে তাঁহার সেই দূর প্রদেশী রাজকুমারকে অন্য নায়ক বলিয়া কিছুমাত্র ব্রীড়ার উদ্রেক হইল না, বরং তাঁহাকে স্বীয় প্রাণাপেক্ষাও স্নেহভাজন ও প্রিয়পাত্র জ্ঞানে সেই শুভ নিশায় প্রাণেশ পাণিতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক পরম সুখে সুখদ ক্ষণদা যাপন করিতে লাগিলেন। আহা! এতদুভয়ের কি শুভ-

ক্ষণেই বা শুভদর্শন হইয়াছিল? রাজকুমারও যেন চিরপরি-চিতের ন্যায় নিজ প্রণয়িনীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দাম্পত্য প্রণয়রূপ মহাসিন্ধুর পরতীর প্রাপ্ত হইলেন।

হায়! সেই সুখ যামিনী যেন দেখিতে দেখিতে অবসন্না-মনে অস্তগামিনী হইল। ফলতঃ শাস্ত্রকারেরাও বলিয়া থাকেন "অনুকূল নীর, সমীর এবং শশিশোভনা নিশা ইত্যাদি সুখদ সুসময় সমষ্টি কখনও চিরস্থায়ী নহে" উহা স্বল্প কালেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দিবসাগমে দম্পতীর প্রণয় পিঞ্জরস্থ মানস বিহঙ্গ বিষাদ চিত্তে বিচ্ছেদ আশঙ্কা করিতে লাগিল।

রজনী প্রভাত হইলে দিবাকর কিরণ মালায় বসুধা বেষ্টন করিলেন। প্রকৃতি দেবী সাময়িক শোভায় সুশোভিতা হইয়া কবি প্রভৃতি ভাবুক জননিবহের চিত্তলোচনের আনন্দ সংবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণয় বিয়োগী বিপরীত চক্রবাকের ন্যায় বিরস বদনে প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাধা করিয়া বিরল প্রমদা অন্যান্য সুখসম্পদে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

বিনোদ সিংহ দাম্পত্য প্রণয়ের দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এবম্বিধ সমাদরে ও সুখসম্ভোগে কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া স্বধামে গমনেচ্ছু হইলেন, এবং রাজসমীপে স্বদার বিদায়ের প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন। রাজা জামাতার তাদৃশ বাক্যে জামাতা ও কন্যার ভাবি বিরহে বিষাদিত হইয়াও অগত্যা অনুমোদন করিলেন। এবং শ্বশুরালয়ে কন্যা প্রেরণের সমুচিত সামগ্রী সমগ্র প্রস্তুতে যত্নবান হইলেন।

এ দিগে রাজ্ঞী অন্তঃপুরে আনন্দ সাগরে ভাসমানা

আছেন, ইত্যবসরে কন্যাসহ জামাতা গৃহগমনাভিলাষী হইয়াছেন শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইলেন। কিন্তু হেমলতা উভয় সঙ্কটের সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া হর্ষবিষাদ উভয়কেই আশ্রয় করিলেন। ফলতঃ তাঁহার পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ স্নেহ যদ্রূপ বলবৎ ছিল তদ্রূপ দাম্পত্য প্রণয় বশতঃ পতি অনুরক্ততারও একান্ত পক্ষপাতিনী হইলেন; সুতরাং উভয় কুলেই অনুরূপ মমতা বিধায় বিষাদ সাগরে নিমগ্না হইয়া রহিলেন। রাজমহিষী লৌকিক প্রথাবশতঃ অগত্যা অনুমোদন করিলেন।

অনন্তর হেমলতাকে হেমাভরণে ভূষিতা করিয়া নীতি বাক্যে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! ভর্ত্তৃগৃহে গমন কর, ইহাতে দুঃখিতা হইও না, দেখ! আদ্যাশক্তি স্বয়ং গিরিতনুজা ভগবতী গৌরী দেবী বর্ষাষ্টমে ভগবান্ ভূতনাথের পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তদনুগামিনী হন। জনকতনয়া জগৎ লক্ষ্মী জানকীদেবী নবম বর্ষে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী হইয়া স্বামী সমভিব্যাহারে অরণ্যে বাস জনিত কত ক্লেশ ভোগ করেন। এবং নলগৃহিণী পতিপ্রাণা দময়ন্তীইবা স্বীয় পতি সমভিব্যাহারে বিজনবাসিনী হইয়া কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং রাজা সত্যবানের স্ত্রী সাধ্বী সাবিত্রী পতিসহ বনগমন পূর্ব্বক নানারূপ ক্লেশ ভোগিনী হন। অতএব বৎসে! পিতামাতা কেবল কন্যাগণের বাল্যাবস্থায় প্রতিপালনের জন্য, তদ্ভিন্ন যৌবনে ভর্ত্তা ও বার্দ্ধক্যে তনয় সমগ্র সুখের আকর হয়েন, ফলতঃ স্ত্রীগণের পক্ষে স্বামীই স্বয়ং ধর্ম্ম ও একমাত্র প্রভু বটেন সন্দেহ নাই।

দেখ বৎসে! এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল মধ্যে যাগ, যজ্ঞ, দান,

ধ্যান, ব্রত, দেবার্চ্চন এবং তীর্থ দর্শনাদি যত প্রকার ধর্ম্ম চর্চ্চা আছে, তন্মধ্যে পুরুষের পিতৃমাতৃ সেবা, এবং স্ত্রীগণের স্বামী শুশ্রূষাই প্রধান ধর্ম্ম। তীর্থব্রতাদি বাহ্য ধর্ম্মাচরণ লৌকিকমাত্র। ফলতঃ যেমন নিরাকার পরমেশ্বরকে ধ্যান না করিয়া মানবগণ ভ্রান্তিবশতঃ সাকার দেবার্চ্চনায় রত হয়, তদ্রূপ স্ত্রীগণ স্বীয় স্বীয় পরমগুরু ও সাক্ষাদ্ধর্ম্ম স্বরূপ স্বামীর শুশ্রূষায় বিরত থাকিয়া তীর্থ পর্য্যটন ব্রতোপবাসাদি করে। বাস্তবিক যে স্ত্রী পতিপদে অচলা ভক্তি রাখিয়া নিয়ত পতি-সেবায় রত থাকে, সে বিনা ক্লেশে ঘরে থাকিয়াই সমগ্র তীর্থের ফল ভোগিনী হয়। পতিসেবা অপেক্ষা উত্তম কার্য্য স্ত্রীগণের পক্ষে আর কিছুই নহে। যেহেতু স্বামীসেবায় স্ত্রীগণের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়।

বৎসে! মনে কর ব্রতোপবাসাদি প্রতিপালন, ও তীর্থ পর্য্যটনাদিতে পরিশ্রম ও উপবাসাদি জনিত শারীরিক বিবিধ ক্লেশের আশঙ্কা আছে, কিন্তু পতিশুশ্রূষায় অণুমাত্রও ক্লেশের আবশ্যক করে না। বরং পতিপরায়ণা স্বাধ্বী স্ত্রীগণ মনের আহ্লাদে পতিশুশ্রূষা করিয়া মানব জন্মের সফলতা সম্পাদন ও কৈবল্যাধিক অতুল্য সুখসম্ভোগ করে। অতএব বৎসে! তুমি সর্ব্বক্ষণ পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন দ্বারা মনোরঞ্জন এবং শুশ্রূষা দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত কর।

"স্বামী স্ত্রীগণের পক্ষে সর্ব্বদাই স্বয়ং ধর্ম্ম স্বরূপ হন" কিন্তু সময় সময় আবার সেই স্বামীকেই নানা রূপে দর্শন করিতে ও বিবিধভাবে ভাবিতে হয়। স্বামী, স্ত্রীগণের প্রতিপালনে

পিতৃস্বরূপ, স্নেহে মাতৃস্বরূপ, রক্ষণাবেক্ষণে ভ্রাতৃস্বরূপ, এবং শুশ্রূষায় সেবক স্বরূপ হন। ফলতঃ যাদৃশ জগদীশ্বর সর্ব্বত্র সমভাবে অধিষ্ঠিত থাকিলেও ভাবুকেরা যদ্রূপ স্বীয় স্বীয় ভাবনানুসারে তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ স্বামীও স্ত্রীগণের সময় সময় ভাবানুসারে লব্ধ হন। আরও দেখ বৎসে! স্বামী যাদৃশ স্ত্রীপক্ষে নানা রূপে প্রতীয়মান হয় তাদৃশ স্ত্রীও স্বামীর পক্ষে কখন কখন বিশেষ বিশেষ ভাবের ভাবিনী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

বৎসে! মনে কর স্ত্রীগণ স্বামীর পক্ষে গৃহে গৃহলক্ষ্মী, গমনে ছায়া, শুশ্রূষায় সেবিকা, এবং সর্ব্বদা পরিচারিকা-স্বরূপা হয়। স্বামী কোন দুরবগাহ কার্য্য সম্পাদনে পরিক্লান্ত হইলে পতিপ্রাণা স্ত্রীগণ শুশ্রূষা দ্বারা স্বামীর শ্রান্তি দূর ও স্বাস্থ্য সম্পাদন করিবে। পতি আতপে তাপিত হইলে স্ত্রী ব্যজন সঞ্চালন দ্বারা সন্তাপ হরণ ও স্নিগ্ধতা প্রদান করিবে। এবং স্বামী দুশ্চিন্তা জনিত উদ্বিগ্নমনা হইলে সদালাপের দ্বারা তাঁহার চিন্তা দূর ও মানসিক ক্লেশ অপনীত করিবে।

পতির অপ্রিয়বাদিনী হইয়া তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যে কদাচও হস্তক্ষেপ করিবে না। দেখ বৎসে! যে ইতর কামিনীগণ স্বামীর অপ্রিয়বাদিনী ও পর সোহাগিনী, এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিতা হয় তাহারদিগের কি না দুঃখ সম্ভবে? তাহারা ইহকালে জনসমাজে কলঙ্কিনী ও অতীব নিন্দা ভাগিনী হইয়া মানসিক ক্লেশে কাল যাপন করে। বিশেষতঃ পাপীয়সী নামে পরিচিতা হয়। এই কারণে পুণ্য সুখ ও পাপ দুঃখ রূপে প্রতীয়মান হয়। দেখ বৎসে! পাপ কর্ম্ম

করিলে স্বতই মনে ক্লেশের উদয়, ও পুণ্য কর্ম্ম করিলে সুখের উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীগণ মানসিক সুখের সহিত সচ্ছন্দ চিত্তে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু দুঃশীলা কামিনীগণ কদাচও সুখের মুখাবলোকন করিতে পারে না, তাহারা ইহকালে লোকনিন্দা ও গুরুগঞ্জনাদি লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হইয়া মনের ক্লেশে কালাতিপাত করে। অতএব বৎসে! তুমি যথা সময়ে নিয়মানুসারে স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া মনের সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিও, তাহা হইলেই পতিকুলদেবতা তোমার মঙ্গল করিবেন, এবং চরমে পরমপদ লাভ হইবে।

মহিষী এই মাত্র বলিয়া অপত্যস্নেহ বশতঃ আর বলিতে পারিলেন না। অমনি লোচন সরসীর প্রবাহিত বাষ্প সলিলে প্রস্ফুটিত বদনকমল ভাসমান হইতে লাগিল। হেমলতার বয়স্যাগণ তৎসংবাদ শ্রবণে ম্লানবদনে সম্মুখীন হইয়া বাল্য ক্রীড়াদির বিবরণ সকল স্মরণ করত সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ ও আক্ষেপ করিতে লাগিল। হেমলতাও প্রিয় সহচরীগণের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া গদ্‌গদ মৃদুস্বরে কহিলেন প্রিয়সখিগণ! আমি কিয়ৎকালের নিমিত্তে তোমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইলাম, বাল্যক্রীড়া সাময়িক অজ্ঞানতা জনিত সমস্ত অপরাধ আমাকে ক্ষমা কর। এইমাত্র বলিয়াই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সহচরীগণও সঙ্গিনী স্নেহবশতঃ রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর রাজানুচরগণ "মহাপাদি প্রস্তুত" বলিয়া অবেদন করিলে রাজা জামাতাকে নানা রত্ন উপঢৌকন দিয়া কন্যারত্ন সমভিব্যাহারে বিদায় করিলেন। হেমলতা পিতা

মাতা গরিষ্ঠ জনগণকে প্রণিপাত করিয়া পিতার নিকট বলিলেন, পিতঃ! এ দুঃখিনীকে পুনরায় কত দিনে এই পুণ্যভূমি দর্শন করাইবেন? এবং কত দিনেই বা আপনার ও স্নেহময়ী জনয়িত্রীর চরণারবিন্দ শুশ্রূষা দ্বারা চরিতার্থ লাভ করিব।

রাজা তনয়ার এবম্বিধ অমৃতায়মান করুণ বাক্য শ্রবণে একান্ত দুঃখিত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন, বৎসে! এত অধীরা হইতেছ কেন? ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পতিগৃহে গমন কর, এবং শ্বশুর শাশুড়ীর প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে তাঁহাদিগের স্নেহপাত্রী ও সতীত্ব ধর্ম্মের পক্ষপাতিনী হইয়া সুখে সময় যাপন কর। তাহা হইলেই জগৎপিতা জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন। পরে অনতিবিলম্বেই তোমাকে পুনঃ এখানে আনয়ন করিব। রাজা এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলে হেমলতা অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিদায় হইয়া স্বীয় পাঠ্য পুস্তক, শিল্পযন্ত্র সমষ্টি হস্তে করিয়া প্রাণেশের অনুগামিনী হইলেন। রাজা, এবং মহিষী সজল লোচনে গদ্‌গদ বচনে জামাতা ও কন্যার শিরঃ চুম্বন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলে বিনোদ সিংহ সাতিশয় সমারোহে সস্ত্রীক স্বধামে গমন করিলেন।

অনন্তর বিনোদ সিংহ সদার স্বীয় রাজ্যে উপনীত হইলে কর্ণাট ভূপাল ও রাজমহিষী পরম হৃষ্ট চিত্তে নিজাত্মজকে বধূ সহ মাঙ্গল্য বিধানে গীত বাদ্যাদি মহা সমারোহে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। পুরবাসী এবং নাগরিক জননিবহের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। প্রতিঘরে আনন্দোৎসব মঙ্গলধ্বনি হইতে লাগিল। নগর কোলাহলময়

হইয়া উঠিল, নগরাঙ্গনাগণ নববধূ দর্শনাভিলাষে ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজনিবাসে ধাবমানা হইল।

এইরূপে প্রতিবাসিনী কামিনীগণ রাজনিকেতনে উপনীত হইয়া নব বধূ দর্শনে লোচন তৃষ্ণা দুরীভূত করিলেন, এবং হেমলতার সেই অলোক সামান্য রূপ লাবণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরস্পর মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, হায়! কি আশ্চর্য্য! ঈদৃশ রূপ মাধুরী কি মানবীতে সম্ভব হইতে পারে? কখনই না, বোধ হয় ভগবতী রতিদেবী লীলাচ্ছলে অবতীর্ণা হইয়া থাকিবেন। আহা! অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি যেন বিধাতা মানসিক কল্পনা দ্বারাই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলে যেন ঠিক গঠিত প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। নগরাঙ্গনাগণ এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। রাজা ও রাজমহিষী পুত্র এবং পুত্রবধূ লইয়া সুখ সচ্ছন্দে পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। হেমলতা সর্ব্বদা শ্বশুর শাশুড়ীর শুশ্রূষা ও স্বামির প্রিয় কার্য্য সম্পাদন দ্বারা স্বীয় সুশীলতাগুণের পরিচয় প্রদান করিয়া স্নেহের পাত্রী হইতে লাগিলেন।

বিনোদ সিংহ ও হেমলতা উভয়েই ক্রমে যৌবনসোপানে পাদবিক্ষেপ করাতে দাম্পত্যপ্রণয় উভয়ের হৃদয়ে গাঢ়তর রূপে আশ্রয় করিল। সুতরাং গুণবতী ভার্য্যা হইতে যত দূর সুখোৎপত্তির সম্ভাবনা তাহা এতদুভয়ের মধ্যে প্রকৃষ্ট রূপেই প্রতীয়মান হইয়াছিল। যথা, "অমৃতং শিশিরে বহ্নিঃ অমৃতং বালভাষিতং অমৃতং গুণবতী ভার্য্যা অমৃতং পুত্র পণ্ডিতঃ।" এই বচনের তৃতীয় চরণ রাজকুমারের পক্ষে অতীব শোভমান হইয়াছিল। তিনি মুহূর্ত্তেকের

নিমিত্তও বিচ্ছেদের মুখাবলোকন করিতেন না। ফলতঃ রতি কামের অবিচ্ছেদ হইতেও তাঁহাদের বিরহবেদনা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। বিনোদ সিংহ এবম্বিধ দাম্পত্য-প্রণয়নিবন্ধন পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

কিয়দ্দিবসান্তে রাজকুমারী হেমলতা গর্ভবতী হইলেন। গর্ভের লক্ষণ সমষ্টি ক্রমে সম্মুখীন হইতে লাগিল। তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ অঙ্গনিভা বিলুপ্ত হইয়া পাণ্ডুবর্ণের প্রতিভা বদনকমলে প্রতিফলিত হইল। দিন দিন গর্ভভারের আতিশয্য হইতে থাকায় গমনের মন্থরতা হইয়া উঠিল। দগ্ধ মৃত্তিকা ও অম্লরসের আস্বাদন প্রবৃত্তি বলবতী হইতে লাগিল। আলস্যরূপ মন্দমারুত শরীরাভ্যন্তরে প্রতিক্ষণ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় ধরাসনে বসনাঞ্চলোপরি অনিশ নিদ্রা সুখানুভব করিতে যত্নবতী হইলেন। এইরূপ গর্ভকালোচিত লক্ষণ সমূহ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাজকুমার প্রিয়তমাকে গর্ভভারসম্ভূত ক্লেশে ঈদৃশ ক্লিষ্টা দেখিয়া সর্ব্বদাই সম্মুখীন থাকিতেন এবং যথাসম্ভব গর্ভদোহদাদি প্রদানে অণুমাত্রও ত্রুটি করিতেন না।

ক্রমে দশম মাস উপস্থিত হইল রাজকুমারী হেমলতা যথাকালে সর্ব্বসুলক্ষণবিশিষ্ট পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। আঃ মরি মরি! কি রূপ মাধুরী প্রসব মাত্রেই যেন ভূতলে শশির উদয় হইয়া সূতিকাগার আলো করিল। ফলতঃ হেমলতিকা তাদৃশ রত্নফল ব্যতীত আর কি ফলে ফলবতী হইবে? রাজা দণ্ডবাট সস্ত্রীক পৌত্রের মুখাবলোকন করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন। বিনোদ সিংহেরও

আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। রাজপুর উৎসবময় ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অনন্তর কুলাচার ব্যবহার মতে নবজাতাপত্যের জাত-কর্ম্মাদি সমাধান করিলেন। রাজকুমার শুক্ল শশি সদৃশ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বিনোদ সিংহ যথাকালে শিশু সন্তানের অন্নপ্রাসনাদি বাল্যসংস্কার সকল মহাসমা-রোহে নির্ব্বাহ করিয়া পুত্রের নাম কুলভূষণ রাখিলেন।

কুলভূষণের বয়ঃক্রম পঞ্চম বর্ষ হইলে বিনোদ সিংহ সুশিক্ষিত শিক্ষক আনিয়া পুত্রের বিদ্যাভ্যাস করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকুমার এরূপ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতেন যে, শিক্ষক কর্ত্তৃক একবার উপদিষ্ট হইলে সে পাঠ আর কদাচও বিস্মৃত হইতেন না। সুতরাং তিনি পাঠা-ভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া স্বল্প কাল মধ্যেই শিক্ষকের এবং পিতা মাতার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ "তেমন রত্ন কখনও গুণশূন্য হয় না" যে বালকের পিতা মাতা সুশিক্ষিত তাহার বিদ্যা শিক্ষাতে এরূপ যত্ন না হইবে কেন?

রাজকুমার পাঠশালায় যাহা পাঠ করিতেন, ঘরে আসিয়া মাতার নিকটে তাহার পরীক্ষা দিতেন। এবং পিতা মাতার নিকটে সর্ব্বদাই নীতিপ্রণালী অবগত হইতেন। সাধারণ বালকের ন্যায় অলীক ক্রীড়ায় সময় নষ্ট করিতেন না। নিরত স্বীয় পাঠ্য পুস্তকের আলোচনায় কালযাপন করি-তেন। একবার যে নীতিবাক্য শ্রবণ করিতেন, তাহাই তাঁহার নিয়মিত ব্রতের স্বরূপ প্রতিপালনীয় ছিল। আল-স্যের বশীভূত হইয়া কখনও পাঠাভ্যাসে ত্রুটি করিতেন না।

একদা রাজকুমার জননীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় পাঠ্য পুস্তকের সমালোচনা করিতে লাগিলেন, হেমলতা প্রিয় সন্তানের পাঠ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নীতি উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! শিক্ষকের নিকটে বালকগণের যদ্রূপ উপদিষ্ট হওয়া আবশ্যক, পিতা মাতার নিকটেও তদ্রূপ উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই বিদ্যাভ্যাস, নীতিশাস্ত্রপরিজ্ঞান ও সাংসারিক নিয়মাদি অবগত এবং ধর্ম্ম বিষয় সুবোধ হওয়ার উত্তমোপায় হইতে পারে। অতএব তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

হেমলতা বলিলেন বৎস! মানবগণের সময় অতি দুর্ল্লভ, উহা বিগত হইলে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এজন্য পণ্ডিতগণে বলিয়া থাকেন যে, সময়ের কার্য্য যথা সময়ে নিষ্পাদন করাই কর্ত্তব্য। যে হেতু অসময় হইলে সকলই বিষময় হইয়া পড়ে। অতএব বৎস! অগ্রে তোমাকে শিক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। বালকদিগের পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাসের সময়, এই কাল মধ্যে পাঠবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যাদি যাহা কিছু বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে আবশ্যক তাহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে হেতু উহা চিরস্থায়ী হইয়া সময়েতে সুফল প্রদান করে। বিশেষতঃ বিদ্যাই মনুষ্যগণের মূলধন, উহা অবিনশ্বর, কোন ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। যথা,

"জ্ঞাতিভির্বণ্টনেনৈব, চৌরেণাপি ন নীয়তে,
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি, বিদ্যারত্নং মহাধনং।"

বিদ্যা পরম ধন, তাহা কিছুতেই বিনাশকে প্রাপ্ত হয়

না। সাধারণ ধনের ন্যায় জ্ঞাতি বান্ধবগণে উহার অংশ পায় না ও তস্করাদি কর্ত্তৃক অপহৃত এবং দান করিলেও ক্ষয় হয় না, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব বৎস! বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে শিথিলযত্ন হওয়া মানবগণের পক্ষে কদাচও শ্রেয়স্কর নহে।

বৎস! মনে কর, শস্ত্রবিদ্যা, এবং শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি নানাপ্রকার বিদ্যা আছে, উহার যে কোন বিদ্যা যাহার শরীরে আবির্ভূত হয় তাহাকেই বিনয় সৌজন্যাদি সমূহ সদ্গুণে পরিশোভিত ও বিবিধ সুখে সুখী করে। যাদৃশ বৃক্ষ সকল ফলবান হইলে স্বতই নতশির হইয়া থাকে, তাদৃশ মনুষ্যগণও বিদ্বান্ ও গুণবান্ হইলেই স্বভাবতঃ নম্র ও সাধু চরিত্র এবং ধার্ম্মিক হইয়া সৎকর্ম্মের দ্বার স্বরূপ জনপুঞ্জের উপকার বিধান করে। প্রাণান্তেও অন্যের অনিষ্ট-কর কার্য্যে হস্ত বিস্তার করে না।

কিন্তু মূঢ় লোকেরা পূর্ব্বকথিত বিনয় সৌজন্য ও যোগ্য-তাদিজনিত সমগ্র সুখেই বঞ্চিত হয়। যে হেতু অবিদ্বান্ লোকের কলেবর রাগ দ্বেষ ও অহঙ্কারাদি সমূহ অসদ্গুণে পরিপূরিত থাকে। সুতরাং তাহারা বিনয় সৌজন্যের অধি-পতি হওয়া দূরে থাকুক ভ্রম ক্রমেও তাহার মুখাবলোকন করে না। যদ্রূপ বেণুশাখা খণ্ডীকৃত হইলেও নম্রতাবলম্বন করে না, তদ্রূপ বিদ্যাবিমূঢ় ব্যক্তিরাও তমোগুণের বশীভূত হইয়া নত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ইহা শাস্ত্রেও কথিত আছে। যথা "নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ। শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে চ ন নম্যতে" অতএব বৎস! বিদ্যাভ্যাস করা মনুষ্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিবে।

বিদ্যা সর্ব্বত্র পূজ্য এবং ধন মান দয়া ধর্ম্ম ও শীলতাদি সকল সদ্গুণের আকর স্বরূপ হয়। বিদ্যা বিনয় দেন, বিনয়েতে যোগ্যতা পায়, যোগ্যতা হইতে ধন এবং সম্মান পায়, ধন হইতে ধর্ম্ম পায়, ধর্ম্ম হইতে সুখ পায়. সুখ হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে হেতু পরোপকারাদি পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা দেহ পরিষ্কার ও মনের সুখ হয় এবং পরানিষ্টাদি পাপ কর্ম্মের দ্বারা মনে দুঃখের উদয় হয়, সুতরাং সুখ হইতেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে, আর দুঃখ হইতে বারংবার সংসারকুহকে পতিত হইয়া পাপজনিত স্বার্থপরতাদি ঘৃণিত কার্য্যে রত থাকিয়া ক্লিষ্ট হইতে হয়।

কুলভূষণ বলিলেন মাতঃ! বিদ্যা ঈদৃশ পরম ধন হইলে তাহা সকলেরই উৎকৃষ্ট ফলোপধায়ক হয়, তবে সকল মনুষ্যগণেই বিদ্যোপার্জ্জনে ব্যগ্র হয় না কেন? হেমলতা শিশু পুত্রের বালকস্বভাবসুলভ বালকত্ব বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া বলিলেন বৎস! বিদ্যা তেমন ধন নহে যে উহা সকলেই উপার্জ্জনে সক্ষম হইতে পারে। বিদ্যা অতি দুর্লভ ধন, উহা উপার্জ্জন করা অতীব ক্লেশকর ব্যাপার, নৈসর্গিক অনায়াস পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যাধন লাভ করা যায় না। অতএব তাহা বিশেষ রূপে বলিতেছি শ্রবণ কর!

বৎস! বিদ্যোপার্জ্জনে কত দূর পরিশ্রমের আবশ্যক তাহা অনেকে অবগত নহেন। দেখ! যদ্রূপ অতুল পরিশ্রম দ্বারা রত্নজীবিগণ রত্নাকর হইতে রত্নাহরণ করে, যদ্রূপ মণিকারেরা দুঃসহ আয়াসে রত্নখনি খনন পূর্ব্বক হীরক খণ্ড বহিষ্কৃত ও উপার্জ্জন করে, এবং কন্টকাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যানীতে মুক্তাকলাপ বিপ্রকীর্ণ থাকিলে তদাহরণে যদ্রূপ

বিপুল পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, বিদ্যারত্নো-পার্জ্জনে ততোধিক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।

কুলভূষণ কহিলেন মাতঃ! তবে এরূপ পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যাভ্যাস করা অনেকের সাধ্যায়ত্ত নহে। বিশেষত বালকগণ ঈদৃশ পরিশ্রম কি রূপে স্বীকার করিবে, হেমলতা বলিলেন বৎস! ইহাতে কায়িক পরিশ্রম অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রম যতদূর করা যায় তদনুরূপই বিদ্যালাভ হয়। যেমন মৎস্যজীবিগণ পরিশ্রমজনিত পঙ্কিলাঙ্গ হইলে অবশ্যই মীন লাভ করিতে পারে, তদ্রূপ বিদ্যার্থীগণও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা সেই বিদ্যারূপ কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যানীর যত দূর প্রবিষ্ট হইতে পারে তাহার মতই মুক্তাস্বরূপ প্রদীপ্ত জ্ঞানলাভে সক্ষম হয়।

তদনন্তর ষোড়শবর্ষ অতীত হইলেই অর্থোপার্জ্জনে যত্ন করিতে হয়। যে হেতু অর্থ মনুষ্যদিগের সর্ব্বদা প্রয়োজনীয়, অর্থ দ্বারা লোকের সময়েতে মহোপকার লাভ হয়, ঘোর বিপন্ন সময় সম্মুখীন হইলেও অর্থ দ্বারা মুক্তিলাভ হইতে পারে। বিশেষতঃ অর্থহীনের কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। পরিজন প্রতিপালন, বিদ্যাধ্যয়ন, দীন দরিদ্রকে দান করণাদি সংসারের প্রকৃত কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে অর্থই অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু।

আরও বলি, বৎস! সেই অর্থ উপার্জ্জনানন্তর সামান্যতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। তাহার একাংশ দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, একাংশ সাধারণের উপকারার্থ ব্যয় করিবে, একাংশ পুণ্য সঞ্চয়ার্থ দীন দরিদ্রকে দান করিবে এবং একাংশ বার্দ্ধক্যাবস্থার ক্লেশ নিবারণ জন্য সঞ্চিত

রাখিবে। তাহা হইলে লোকের কোন কালেই ক্লেশের আশঙ্কা থাকে না। অমিতব্যয়ী হইয়া কিঞ্চিদ্ধন সঞ্চয় না করিলে পরিণামে অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। একারণ অদূরদর্শি বহুলোক অমিতব্যয় করিয়া চরমাবস্থায় দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া গিয়াছে। ফলতঃ অর্থ কাহারও জীবন মরণের সঙ্গি নহে, অথবা চিরকাল কোন স্থানেই স্থায়ী হয় না, কেবল উহার সদ্ব্যয় দ্বারা যে কীর্ত্তিলাভ হয় তাহাই চিরস্থায়ী।

অর্থের উপকার শক্তি কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম, কিন্তু কোন কোন সময় আবার ঐ অর্থই অনর্থের মূল হইয়া বিপরীত ফল প্রদান করে। বৎস! মনে কর কোন সময়ে কোন এক ব্যক্তির নিকট বহু অর্থ থাকিলে পরস্বাপহারী দস্যু কর্ত্তৃক তাহার জীবন বিনাশ হইয়া ধন সকল অপহৃত হইতে পারে। কোন কোন স্থানে সঞ্চিতধনের বিভাগোপলক্ষে বন্ধুবিপিনে কলহাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া কত শত জনের অমূল্য জীবন ধনও বিনষ্ট করিয়া থাকে। কোথাও বা সেই অকিঞ্চিৎকর অর্থের নিমিত্ত অনুপম ভ্রাতৃস্নেহেও জলাঞ্জলি দিতে হয়। অতএব বৎস! অর্থ অতি বিষম সামগ্রী, উহা উপার্জ্জন ও রক্ষণাবেক্ষণে অত্যন্ত সাবধান থাকিতে হয়।

অনন্তর হেমলতা বলিলেন বৎস! বিদ্যা এবং ধনের বিষয় যাহা কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম তাহা স্মরণ রাখিও, এক্ষণে শারীরিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি "ষোড়শ বর্ষ অতীত হইলেই অর্থোপার্জ্জন করা মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য" কিন্তু সেই কালে মানবগণ যৌবনসোপানে অধিরূঢ় হয়। বৎস! যৌবনকাল

অতি বিষম কাল, সেই কালে শারীরিক রিপুগণ অত্যন্ত বেগবান হয়, এবং তদ্বিবর্দ্ধন যৌবনাবস্থায় কত শত মনিষা-সম্পন্ন ব্যক্তিরও বুদ্ধিচ্ছন্নতা সমুদ্ভূত হইয়া উঠে। সুতরাং মানবগণ যৌবনমদে মত্ত হইয়া নানারূপ অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে, এবং তদ্গতিকে মানস ব্রতে জলাঞ্জলি দিতে অনুমাত্র-ও সঙ্কুচিত হয় না। অতএব বৎস! সেই যৌবনকালে সাবধানে থাকা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং সেই কালে ইহাও স্মরণ রাখা ধীমান্ ব্যক্তিগণের উচিত। যথা

"মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ,
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু, যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥"

যে ব্যক্তি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরধন মৃৎপিণ্ডবৎ, এবং সকল প্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করে, বুধগণ তাহাকেই পণ্ডিত-শ্রেণীতে পরিগণিত করিয়া থাকেন। ফলতঃ পরের উপকার ও পরোপদ্রবে ক্লেশ বোধ করা, পিতা মাতা প্রভৃতি গরিষ্ঠগণের শুশ্রূষা ও তাঁহারদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন, এবং তাঁহারদিগকে ভক্তি করাই মানবগণের ধর্ম্মরূপ মহা-সমুদ্রের সেতু স্বরূপ, অতএব বৎস! যাহা বলিলাম ইহা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিও। এক্ষণে রাজনীতি সকল রাজার নিকটে অবগত হইয়া সতত বিদ্যাভ্যাসে যত্নবান হও।

রাজকুমার মাতা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই তদনু-করণে কার্য্য এবং বিদ্যাভ্যাসে যত্ন করিতেন। কদাচও শিক্ষা কার্য্যে শিথিলযত্ন হইতেন না। মাতার উপদেশানু-সারে পিতৃসদনে উপনীতান্তে রাজনীতি শিক্ষার প্রার্থিত হইলে বিনোদ সিংহ শিশুপুত্রকে বিদ্যোপার্জ্জনে তাদৃশ প্রোৎসাহী দেখিয়া পরমাহ্লাদিত চিত্তে বলিলেন বৎস!

তুমি নীতিশাস্ত্র শ্রবণে ব্যগ্র হইয়াছ ইহা হইতে আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? অতএব তোমাকে নীতি বাক্য বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

বৎস! মনে কর জগদীশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ এবং মানবগণের বিদ্যা ও বুদ্ধিবৃত্তি এবং মনোবৃত্তি সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। দেখ! মনুষ্যেরা ক্ষুদ্রকায় হইয়াও স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে ভীষণাকার সিংহ ব্যাঘ্রাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্য জন্তু সকল অনায়াসে ধৃত ও নিহত করিয়া ফেলে। এবং গগণমার্গে উড্ডীয়মান পক্ষী ও জলস্থ মৎস্য সকল নানা কৌশলে আবদ্ধ করিয়া থাকে। মনুষ্য জাতি পাখা না থাকা সত্ত্বেও ব্যোমযানাদি নানা প্রকার যন্ত্র, বুদ্ধি কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়া শূন্য পথে বিচরণ করে, এবং বুদ্ধিপ্রভাবে নানাপ্রকার জলযানাদি প্রস্তুত করিয়া তদারোহণে কত শত প্রবলবেগশালী নদনদীর পারাবার হয়। ফলতঃ মানবগণ কেবল স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যেই বিবিধ প্রকার দুর্গম পথে গমন ও কষ্টকর কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সুতরাং মানবজাতিই সকল জাতির শ্রেষ্ঠপদবীবাচ্য হইয়াছে।

কিন্তু জীবন স্রোতের ন্যায় নিরন্তর ধাবিত হইতেছে, উহা কখনই প্রত্যাগমন করে না। ইহ জীবন আমাদের অনন্ত জীবনের পরম কারুণিক পরমেশ্বরের পরমাণুস্বরূপ একাংশ, ইহা কেবল জগদীশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতি বিশ্বাসরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান প্রবর্ত্তক হয়। অতএব দীর্ঘ-জীবি হওনাকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা যতকাল জীবিত থাকা যায় ততকাল সাবধানতাবলম্বন ও আত্মা দ্বারা সত্যরূপ

ঈশ্বরের আরাধনা করা মানবগণের অতীব কর্ত্তব্য। এবং মিথ্যা ও কপটতা পরিহার পূর্ব্বক সত্যের শরণাগত হইয়া ধর্ম্মসূত্রে সমগ্র কার্য্যকলাপ সম্পন্ন করিবে।

জগদীশ্বর মানবগণের মঙ্গলের নিমিত্তেই মধ্যে মধ্যে দুঃখ ও বিপত্তি প্রেরণ করেন, যেহেতু বিপদাপন্ন না হইলে মানবগণ একাগ্রচিত্তে ঈশ্বর চিন্তায় মন নিবেশ করে না। একারণ পণ্ডিতেরা বিপন্নদশাই মানবগণের পক্ষে মঙ্গলাকর বলিয়া স্বীকার করেন। আরও বলি, প্রাপ্ত বিষয় অত্যন্ত হর্ষ ও গত বিষয়ে অতীব বিমর্ষ হওয়া জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য নহে।

অতএব বৎস! মনোবৃত্তি মার্জ্জিত ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত করা মনুষ্যদিগের অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য। তাহা হইলে আর হর্ষ ও বিমর্ষের কারণ থাকে না। ইন্দ্রিয়রূপ মত্ত মাতঙ্গ বিষয় রূপ অরণ্যে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, একারণ তাহা জ্ঞানরূপ অঙ্কুশাঘাতে দমন ও বশীভূত করিতে হয়। তদ্বিপরীতে যে জন বিষয়াসক্ত হইয়া স্বকার্য্য জ্ঞানে অকার্য্যেতে প্রবৃত্ত হয়েন তিনিই ভয়াবহ বিপদ বহন করেন। এই হেতু জ্ঞানী লোকেরা নীতি বিদ্যাভ্যাস করা মনুষ্যদিগের প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত করিয়া থাকেন। যেহেতু হস্তপদ মনোবুদ্ধ্যাদি একাদশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট লোককেই মনুষ্য বলা যায় না, কেবল গুণবান্ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকেরাই যথার্থ মনুষ্য। বিদ্যাহীন লোক জীবনহীন নদীর স্বরূপ, এবং তাহাদিগের মনও তিমিরাবৃত গৃহস্বরূপ হয়।

যেমন দিনমণির উজ্জ্বল কিরণাভাবে নিবিড় অরণ্যাদি তিমিরজালে আবৃত থাকিলে শার্দ্দূলাদি ভয়ানক হিংস্র

জন্তু সকল তথায় ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক বিষম দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে, তেমনই মনুষ্যগণের হৃদয়াকাশে জ্ঞানভানুর উদয়াভাবে মনোরূপ রমণীয় কুঞ্জকানন অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন হইলে দ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা প্রভৃতি ভয়ানক কেশরী-সকল তথায় দিনযামিনী হুলস্থূল তুলিতে থাকে।

বিশেষতঃ কথায় কথায় বিরোধ, অসময় নিদ্রা, সর্ব্বদা অলস, ঈর্ষা, ঘৃণা, অসন্তোষ, ক্রোধ, সতত সশঙ্ক, অপ্রণয়, অহঙ্কার, অমিতব্যয়, অধৈর্য্য, অপকার, অনর্থকথন, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, সুহৃদোচ্ছেদ, ঔদাস্য, ব্যাকুলতা, অসামঞ্জস্য, অবশ, অভদ্রতা, দাম্ভিকতা, অজ্ঞতা, চাপল্য, অব্যবস্থিততা, এবং অমূলক জল্পনা প্রভৃতি বিদ্যাবিহীন মানবগণ কর্ত্তৃকই হয়। অতএব বৎস! অগ্রে বিদ্যাভ্যাস করা মনুষ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বিদ্যা দরিদ্রের রজত, ধনীর কাঞ্চন এবং রাজগণের রত্ন স্বরূপ হয়। যদিচ সহস্র বর্ষ অধ্যয়ন করিয়াও বিদ্যাবুদ্ধির পার প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন বটে, তথাপি ঐহিক সুখ সম্পাদন ও কার্য্যনির্ব্বাহার্থে প্রয়োজনানুসারে কথঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা মূর্খতারূপ দুর্নাম দূরীভূত করা উচিত। যেহেতু সুখ ও যশোলাভ করা কার্য্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য, অতএব বৎস! বিদ্যোপার্জ্জনে কদাচও শিথিল যত্ন করিবা না। বিদ্যাদ্বারা সময়েতে বহু উপকার ও ঘোরবিপদে পরিত্রাণ লাভ হয়।

যাহার দেহমন্দির বিদ্যারূপ মহাজ্যোতিতে প্রদীপ্ত হয় তাহারই তমোময় অসামাজিকতা ও কুটিল স্বভাবের ভাব হয় না, এবং সেই ব্যক্তিই দেশাচারের বাধ্য হইয়া

নানাবিধ কুরীতির আকর বলিয়া পরিগণিত হয়। ফলতঃ বিদ্যাই মানবগণের অঙ্গরাগ ও সুষমা সম্পাদন করে, তদ্ব্যতীত প্রচুর স্বর্ণাভরণেও কুরূপকে সুরূপ করিতে পারে না।

বিদ্যা মনুষ্যের ইতর ধনের ন্যায় অচির স্থায়ী নহে, উহা জীবন মরণে সঙ্গী হয়; বিশেষতঃ বিদ্যা মনুষ্যগণের গমনে পথ প্রদর্শক স্বরূপ, বিদেশে পরম বন্ধুস্বরূপ হইয়া থাকে। যথা, "বিদ্যা বন্ধু র্বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দেবতা" ইত্যাদি। অধিকন্তু বিদ্যাবন্ধু, সাধারণ বন্ধুর ন্যায় অপরের সহিত বন্ধুতা করিলে তদ্দর্শনে কাতর হয় না, বরং বিদ্যা কর্ত্তৃক অধিকতর বন্ধুর সংঘটন হয়। কিন্তু বৎস! আবার ঐ বিদ্যা, দুর্জ্জনসমাজে সমালোচনা করিলে জীবন সংশয়রূপ অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। একারণ নীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, অবিদ্বান্ কুসংসর্গ অপেক্ষা একাকী অথবা অরণ্যে বাস করাও অনুচিত নহে। অতএব অবিদ্বান্ জনসমাজে পণ্ডিতগণকে সাবধান হওয়াই শ্রেয়স্কর, এই কারণেই বিচক্ষণ সম্রাট্‌গণ বিদ্বান্ ও ধীমান্ মন্ত্রির মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু বৎস! মানবগণের বুদ্ধি, বল স্বরূপ ও পরের ইঙ্গিতজ্ঞ হয়, সুতরাং স্বীয় বুদ্ধির সহিত মন্ত্রির মন্ত্রণা সম্মিলিত না হইলে তাদৃশ মন্ত্রণানুসারে কার্য্য সম্পাদন করা বিধেয় নহে। বিশেষতঃ যে রাজা অবিদ্বান্ ও বিবেক হীন দুষ্ট মন্ত্রির মন্ত্রণা গ্রহণ করেন, তাঁহার রাজ্যে অরাজকতা ও বিপদ রাশি অচিরেই সম্মুখীন হয় এবং সেই রাজ্য প্রজাপীড়নাদি অনিষ্টকর ব্যাপারের আকর স্থান হইয়া রাজার অযশো দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইতে থাকে। ফলতঃ যাঁহার হস্তে

অসংখ্য লোকের শুভাশুভ সম্পাদনের ভার বিন্যস্ত হয়, তৎ-কর্ত্তৃক অবিবেকতা ও পক্ষপাতিতার কার্য্য হওয়া অতীব দূষণীয়। অতএব বৎস! অবিদ্বান্ মন্ত্রির মন্ত্রণানুসারে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না।

বৎস! মনে কর যে দেশের রাজা অবিদ্বান্, অত্যাচারী ও পরোপদ্রোহী হয়, সে দেশের প্রজাগণের দুর্গতি ও হতশ্রী কদাচও নিরাকৃত হইবার নহে। প্রজাপুঞ্জের প্রতি পুত্রবৎ বাৎসল্য করা রাজার উচিত কার্য্য এবং মহৎ গুণ। তদ্ভিন্ন স্তব্ধ ব্যক্তির যশঃ, অশিষ্ট লোকের মিত্রতা, অজিতেন্দ্রিয়ের কুল, বিষয়ির ধর্ম্ম, ব্যসনির বিদ্যা, কৃপণের সুখ, প্রমত্ত ও প্রজাপীড়ক রাজা ইহারা অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ প্রজার প্রতি অসদাচরণ করিলেই রাজাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয় এমত নহে, বরং উল্লিখিত রূপে অনিষ্ট ঘটনারই সম্ভাবনা। যেমন দুষ্ট ব্রণ অতিশয় নিষ্পীড়িত হইলে অন্তরস্থ রস সকল উদ্গার করে, তদ্রূপ অধিকারস্থ লোকেরাও (শিষ্টই হউক বা দুষ্টই হউক) অত্যন্ত নিষ্পীড়িত হইলে রাজার অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে। অতএব বৎস! উল্লিখিত উপদেশ বাক্য স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিও, অপর নীতি বাক্য ক্রমে বলিতেছি।

দেখ বৎস! এই জগন্মণ্ডল মধ্যে যত প্রকার জীব জন্তু পশু পক্ষী এবং বস্তু সকল অবস্থিতি করিতেছে, উহারা সকলেই সকলের সময়েতে সাহায্যকারী হয়। কিন্তু মানবগণ ভ্রমবশতঃ বুঝিতে না পারিয়া কেহ শত্রু কেহ মিত্র কোন বস্তু অপকারী এবং কোন বস্তুকে সাহায্যকর বলিয়া থাকেন। এই কারণে পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, সকলের সঙ্গেই মিত্র-

তাহে আজীবন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। কাহারও সহিত অসদ্ব্যবহার ও অপ্রিয় বাক্যে কাহাকেও অসন্তোষ এবং কোন ব্যক্তির ও কোন বস্তুর আকৃতি দৃষ্টে হেয় জ্ঞান করা বিধেয় নহে।

বৎস! মনে কর, যে মনুষ্য চৌর্য্যবৃত্তি করে, সে কখনও কাহারও উপকারী নহে এবং প্রাণ রক্ষার ভার যাহার প্রতি অর্পিত হয়, সে প্রিয়পাত্র ব্যতীত কদাপিও অপকারী বলিয়া পরিগণিত হয় না। কিন্তু চাণক্য পণ্ডিতের নীতি বাক্যে প্রকাশ আছে যে, চোর কর্ত্তৃকও গৃহস্বামীর প্রাণ রক্ষিত হইয়াছিল। যথা, "বানরেণ হতো রাজা বিপ্র শ্চৌরেণ রক্ষিতঃ।" আরো দেখ! নিখিলস্থ সকল বস্তু মধ্যে বিষ কোন প্রাণিরই প্রিয় বা উপকারী নহে, উহা ভক্ষণ করিলে অবশ্যই জীবগণকে মৃত্যুকবলে পতিত হইতে হয়। এবং দুগ্ধ সকলেরই প্রিয় ও স্বাস্থ্যকর বস্তু ইহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্ট হয় যে, জ্বরাক্রান্ত হইয়া মানবগণ ঐ বিষ ভক্ষণেই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সেই মহোপকারী দুগ্ধ পান করিলেই জীবন সংশয় ক্লেশিত হইতে হয়। অতএব বৎস! এই পৃথিবীস্থ যাবতীয় বস্তু ও সমগ্র প্রাণি হইতেই আমাদের সময়েতে উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে।

অতএব অদ্য এই পর্য্যন্ত নীতিবাক্য বলিলাম, ইহা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিও, পুনরায় সময়ান্তরে বলিব, এক্ষণে শিক্ষালয়ে শিক্ষক সমীপে গিয়া স্বীয় পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন কর। সুশীল রাজকুমার পিতা কর্ত্তৃক এতাদৃশ নীতি উপদেশ লাভে কৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বদাই তদালোচনা করিতেন এবং

াত্নপূর্ব্বক শিক্ষক কর্ত্তৃক শিক্ষাপ্রণালী অবগত হইতেন। গুরু মহাশয়ও সেই সুকুমারমতি বালকের তাদৃশ উৎসাহ ও মেধাশক্তি সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই সদুপদেশ প্রদান করিতেন।

একদা রাজকুমার স্বীয় পাঠ্য পুস্তক ঘরে রাখিয়া এক খানি নূতন পুস্তক লইয়া পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইলে শিক্ষক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস! ওখানি কোন্ পুস্তক? এবং কোথায় পাইলে? রাজকুমার বলিলেন ও এক খানি নূতন পুস্তক, আমি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি, ইহাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সকল সঙ্কলিত হইয়াছে, একারণ অদ্য হইতে আমি এই পুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছা করি, মহাশয় আমাকে পাঠ বলিয়া দিউন।

শিক্ষক বলিলেন বৎস! প্রত্যহ নূতন নূতন পুস্তক পাঠ করিলে সত্বর বিদ্যোপার্জ্জন হয় এমত বিবেচনা করিও না। জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি, প্রণিধান কর। হে শিষ্য! মনে কর জ্ঞানের উন্নতি বিষয়ে কোন কোন মানসিক গতিতে জ্ঞানের হানি, এবং কোন কোন মানসিক গতিতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। অতএব একদা বহুবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অতীব অনিষ্টকর কার্য্য। দেখ! যখন আমাদের (মনুষ্যের) মনোবৃত্তি আন্দোলিত হইয়া যুগপৎ বহুবিষয়ে সংযোজিত হয়, তখন ঐ বৃত্তি খণ্ডীকৃত হইয়া প্রত্যেক বিষয়েতে মনোযোগের ন্যূনতা দৃষ্ট হয়। একটি বিষয়ও চিন্তা করিয়া সার সংগ্রহ করিবার অবকাশ হয় না। সুতরাং একটি বিষয়ও উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না ও মনোবৃত্তি

চঞ্চল হইয়া কোন উন্নতি সাধন কি তাহাতে সন্তোষ লাভ হয় না।

কোন্ বিষয় শিক্ষা করা আবশ্যক ও তাহার কতদূর শিক্ষা করা উপযুক্ত ইহা অগ্রেই চিন্তা দ্বারা স্থির করা উচিত। কারণ একটী বিষয়ে অধিক কাল মনঃ সংযোগ করিলে সত্বর তাহা দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। ইত্যাকার সফলতালাভ করিলে হর্ষ ও যত্ন পূর্ব্বক মনোবৃত্তি অন্য বিষয়ে ধাবিত হয়। যে সকল মহৎ ব্যক্তিগণ এক এক বিষয়ে অদ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী স্থির করিয়াছেন। সেই প্রণালীতে শিক্ষা করিলেই সত্বর জ্ঞানের উন্নতি হইতে পারে।

অধিক পরিমাণে পুস্তক পাঠ করিলেই জ্ঞানোন্নতি হয় এমত নহে, বরং উহা এক প্রকার অনিষ্টের কারণ হয়। দেখ বাপু! এক পুস্তকালয়ের সমুদায় পুস্তক পাঠ করিয়া যে জ্ঞানোপার্জ্জন হয়, তাহাতে শিক্ষা করণোপযুক্ত বাল্যকাল অতীত না হইলে কোন ফল দর্শে না, যেহেতু বাল্যকালোচিত শিক্ষা করণোপযোগী পুস্তক পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুস্তক পাঠে ইচ্ছা হইলে বিপথে ভ্রমণের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া উঠে। যদ্যপি তাহাতে কথঞ্চিৎ অপরিপক্ক স্বল্প জ্ঞান জন্মে বটে, কিন্তু তাহাও তাদৃশ মূল্যবান নহে। অতএব হে শিষ্য! বালকগণের পক্ষে এক পুস্তকের মর্ম্মাবগত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পুস্তক পাঠ করা বিধিসিদ্ধ নহে। কারণ অধিক পুস্তক পাঠের ইচ্ছা হইলে বালকেরা স্বীয় স্বীয় পাঠ্য পুস্তকের যে কোন অংশ কঠিন হয় ও অর্থবোধে অক্ষম হয় তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য সরল

পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত হয়। যেমন কোন বালক কঠিন পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যাকরণ বা অভিধানের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অগ্রেই নিম্নের টীকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকে।

এক এক খানি পুস্তক সত্বর পাঠ করিয়া সমাপন করাও শ্রেয়স্কর নহে। দেখ বাপু! যে কোন ব্যক্তির একটি বিষয় হৃদয়ঙ্গম হওয়ার জন্য যত সময়ের আবশ্যক, অপেক্ষাকৃত সত্বর পাঠ করিলে (কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি যত শীঘ্র পাদচালনা করে সে যথার্থ পথ হইতে তত দূরবর্ত্তী হয়) অল্প কাল মধ্যেই পুস্তকাগারের সমুদায় পুস্তক তাহার পাঠ করা হয়। কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ জ্ঞানোপার্জ্জন হইতে পারে না। গ্রীষ্মকালে মেঘের ছায়া ভূমির উপর দিয়া যেরূপ সত্বর গমন করে, তাহার দৃষ্টিও পুস্তকের পত্রের উপর দিয়া তদ্রূপ বেগে গমন করে। সুতরাং গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ের প্রতি তাহার মনোযোগ হয় না, সে তৎসম্বন্ধে এই বলিতে পারে যে "হাঁ আমি ইহা পাঠ করিয়াছি" অতএব বালকগণ কিঞ্চিৎকাল স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, শিক্ষা করার প্রণালী এরূপ নহে, ইহাতে প্রচুর সময়ে অবিচলিত চিত্তের সহিত কঠিন পরিশ্রমের আবশ্যক।

হে শিষ্য! তোমাকে পাঠ্য পুস্তক সত্বর সত্বর পরিবর্ত্তন করার বিষয়ে আরও একটী উপদেশ দিতেছি। কোন বালক প্রত্যেক পুস্তকের যৎকিঞ্চিৎ পাঠান্তে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য নূতন পুস্তক পাঠে অভিলাষী হইলে তাহারও উপরোক্ত মত ফললাভ হয়। কারণ যাহার নূতন নূতন পুস্তক

পাঠেরই অভ্যাস, সে এক পুস্তক অধিক কাল পাঠ করিয়া সন্তোষলাভ বা অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে না। সুতরাং ঐ ব্যক্তি কোন একটী বিষয় শিক্ষা করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়া তদ্বিষয়ের আবশ্যকীয় পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া পাঠ করণে প্রবৃত্ত হইলে তাহার পূর্ব্বস্থিত অভ্যাস বশতঃ ক্ষণকাল বিলম্বেই বিবেচনা হয়, যে ইহাতে কোন উত্তম উপদেশ বা সন্তোষজনক কোন প্রবন্ধ নাই। কাযেই তাহাতে কোন ফল দর্শে না।

বৎস! এক্ষণে স্মৃতি শক্তির উন্নতির বিষয় তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। মানবগণের মনোবৃত্তি বাল্যাবস্থাতে অতিশয় কমনীয় থাকে, সুতরাং তৎকাল হইতে মনস্থির করিয়া যে কোন বিষয়ের অনুধাবন করা যায় তাহাই ক্রমে দৃঢ় হইয়া, স্মৃতিশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। অতএব স্মৃতি শক্তির উন্নতির ইচ্ছুক হইলে মনোবৃত্তি স্থির রাখা কর্ত্তব্য। অন্যথা এক সময়ে নানাবিষয়ে মনোবৃত্তি পরিচালিত হইলে স্মৃতিশক্তির উন্নতি না হইয়া বরং হ্রাস হইতে থাকে, এবং শারীরিকও হানি হওয়ার সম্ভব। দেখ! কোন বিষয়ের স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ভাবগুণ অবগত হইতে পারিলে তাহা স্মরণ রাখা যায়। কিন্তু এস্থলে যাহা (প্রয়োজনীয় বিষয়) স্মরণ রাখিলে উপকার দর্শে। এমত বিষয়েরই গুণ ও ভাব অবগত হইতে হইবে। তদ্ভিন্ন এক সময়ে বহু বিষয়ের আলোচনা করিলে (উপকারী বা অপকারী বিষয়ই হউক) অবশ্যই বহু পরিশ্রমে শারীরিক হানি জন্মে এবং শিক্ষা সকল বিফল হয়।

উত্তমভাব ও পদবিন্যাসক প্রবন্ধ পাঠে স্মৃতি শক্তির

উন্নতি হয়। নানা প্রকার নীতি পূর্ণ উপদেশ শ্রেণীবদ্ধ রূপে ক্রমিক অভ্যাস করিলে উহা অনায়াসে অল্পকাল মধ্যে মেধাদেবীর মন্দিরে অবস্থিতি করে। কিন্তু বিশৃঙ্খল রূপে যে বিষয় শিক্ষা করা যায় তাহাতে স্মৃতি শক্তির উন্নতি হয় না, উহা বর্ষাকালের ইন্দ্রধনুর ন্যায় অত্যল্পকাল মধ্যেই অন্তরাকাশে বিলীন হইয়া থাকে। যদ্যপিও পাঠোপযুক্ত পুস্তকে মনোনিবেশার্থে নানা বিষয়ের আলোচনা ও মনের প্রফুল্লতা জন্যে কখন কখন আমোদ ও কৌতুকে কিঞ্চিৎকাল গত করার আবশ্যক, কিন্তু অধিককাল কিম্বা সর্ব্বদা আমোদে রত থাকিলে শিক্ষা করার উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া কেবল তোষামোদ প্রিয় ও অলস হইতে হয়; এবং সেই সকল বিষয়ের আলোচনা ও নিষ্ফল হয়। অতএব কঠিন পরিশ্রম দ্বারা শিক্ষা না করিয়া নিয়মিত রূপে শিক্ষা করিলে সহজেই স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত ও জ্ঞানোন্নতি হইতে পারে।

শিক্ষা বিষয়ের কোন পুস্তক পাঠে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অন্য বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিলে শিক্ষালাভ হয় না। হে শিষ্য! মনে কর কোন পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ না করিয়া অন্য কোন আমোদকর কি অপর কোন একটী বিষয়ের চিন্তা করিলে সেই পাঠ্য বিষয়ে কোন ফললাভ হয় না। বস্তুতঃ উহা কেবল নিদ্রিত ব্যক্তির জল্পনার ন্যায় বৃথা বাক্য ব্যয় করা হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যহ নূতন পুস্তক পাঠ করিলে তাহাতেও ঐরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। যেহেতু বালকদিগের মনশ্চক্ষু পুস্তকের সৌন্দর্য্যের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, অথচ শিক্ষকের শাসনাতঙ্কে মুখে পাঠ করিয়া যায়। অতএব যাহা যখন পাঠ কিম্বা শিক্ষা

করিতে হয় তাহা তখন মনশ্চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি করিয়া স্থিরচিত্তে শিক্ষা করাই উচিত।

যে নিয়মে শিক্ষা করিলে অনায়াসে শিক্ষালাভ ও জ্ঞানোন্নতি হইতে পারে তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ বলিতেছি প্রণিধান কর। শিক্ষা সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক পাঠ করিতে হইলে অগ্রে সরল ভাষার পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া প্রথমাবধি তাহার মর্ম্মাবগত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে বালকেরা শিক্ষার পথ সরল বলিয়া তৎপথাবলম্বনে ইচ্ছুক হয়, ও শিক্ষা জনিত ক্লেশ ও পরিশ্রম তাহাদিগের পক্ষে সুখদায়ক বলিয়া বোধ হইতে থাকে, এবং মনোবৃত্তি মার্জ্জিত হইয়া ক্রমশঃ কঠিন ও কুটিল শব্দোচ্চারণে ও তদ্রসাস্বাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারে। কিন্তু প্রথমেই কঠিন পুস্তক অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে মনোবৃত্তিকে ক্ষমতার অতিরিক্ত চালনা করা হয়। যদ্রূপ সাধারণ তৃণাদির দ্বারা সূক্ষ্মরজ্জু প্রস্তুত পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভারি কোন বস্তু বহনের চেষ্টা করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ মনোবৃত্তির সাধ্যাতীত কঠিন পুস্তক পাঠ করিলে সে পাঠ কার্য্যকর হয় না। কারণ শিশুদিগের মন শব্দার্থ অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে, সুতরাং তদর্থে নানা বিষয়ে মনোমধ্যে তর্ক বিতর্ক ও চিন্তা করিয়া বৃথা পরিশ্রম স্বীকার করে। অতএব ঐরূপ বহু পরিশ্রম করিলে মনোবৃত্তি নিস্তেজ হয় বলিয়াই পণ্ডিতেরা বালকদিগকে কদাচও এক কালে বহু বিষয় শিক্ষা প্রদান করেন না। মনোবৃত্তি নিস্তেজ হওয়ার আরও অনেক কারণ আছে। বৎস! মনে কর তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি "বাল্যকালে মানবগণের মনঃ অতিশয় কোমল মৃত্তিকার ন্যায় থাকে। সুতরাং তৎকাল হইতে মিতা-

হার ও পরিমিত পরিশ্রম এবং শিক্ষাদিতে মনোনিবেশ করিলে শারীরিক হানি না হইয়া জ্ঞানোন্নতি হইতে পারে। যদ্রূপ নূতন ক্ষেত্রে বীজবপন পূর্ব্বক নিয়ত যত্নের সহিত বারিসেক করিলে সেই বীজ অঙ্কুরিত ও অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই বৃক্ষটি বলবান্ ও ফলবান্ হয়, তদ্রূপ বাল্যকাল হইতে নিয়মিতরূপে উত্তম বস্তু আহার, পরিমিত পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যাভ্যাস, এবং যথোচিত ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীরচালনা করিলে বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ ও মার্জ্জিত এবং মন প্রফুল্ল হইয়া ক্রমেই বালকগণ উন্নতি সোপানে পাদক্ষেপণে সক্ষম হয়। কিন্তু বালকগণ বাল্যকাল হইতেই অমিত পরিশ্রম ও নিকৃষ্ট বস্তু আহার এবং অবিবেকীর সহবাস করিলে মনোবৃত্তি নিস্তেজ ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হওত স্মৃতিশক্তি রহিত হইয়া উন্নতি লাভে বিমুখ থাকে।

অতএব বুদ্ধিবৃত্তি ও মনোবৃত্তি সতেজ থাকিলে স্মৃতিশক্তির অনায়াসেই উন্নতি সাধন হয়। স্মৃতিগুণের দ্বারা গত বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণে সক্ষম হওয়া যায়, কিন্তু উহা না থাকিলে মনুষ্যের মন এক কালে শূন্যময় হয়। কোন পুস্তক পাঠ করিলে কি কোন বিষয় অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলেও তাহাতে কোন ফল দর্শে না। একারণ বাল্যকাল হইতে উল্লিখিত নিয়মে আহার ব্যবহারাদি দ্বারা মনোবৃত্তি সতেজ রাখিলে স্মৃতিশক্তির উন্নতি হইয়া যে কোন বিষয়েই মনোযোগ করা যায় তাহাতেই উৎকৃষ্ট ফললাভ হওয়ার সম্ভব। অতএব বৎস! ইহা মনে করিয়া বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ কর, ও নূতন পুস্তক সম্প্রতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঠ্য পুস্তকের পাঠ সমাধা কর। তাহা হইলেই সত্বর বিদ্যাভ্যাস হইবে।

শিক্ষা বিষয়ে যাহা কিছু বলিলাম উহা স্মরণ রাখিও; এক্ষণে ধৈর্য্যতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণকর। শিক্ষাকরার কল্পনা যতই উত্তম হউক না কেন, তাহাতে দৃঢ়তাও ধৈর্য্যাবলম্বন করা আবশ্যক। অধৈর্য্য হইয়া ক্রমেই নূতন নিয়ম সংস্থাপন করিলে শিক্ষালাভের হানি হয়। একারণ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ধৈর্য্যাবলম্বী হইয়া যে কার্য্য করা যায় তাহাই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি চঞ্চল হইলেই যে কেবল স্বাভাবিক বস্তু দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞানী হওয়া যায় এমত নহে। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বনে সক্ষম হইলে সময়ের উত্তম ব্যবহার ও কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে।

বৎস! মনেকর কোন বালক কোন একটি কার্য্যে অনন্যমনা হইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, এমত সময় কোন একটি নূতন বিষয় উপস্থিত হইল; অধৈর্য্যাবলম্বী বালক অনায়াসে স্বীয় প্রবৃত্ত কার্য্যে বিরত হইয়া সেই নূতন বিষয়টি দর্শনে কি সেই নূতন কার্য্য সম্পাদনে ব্যগ্র হয়, ফলে তাহার সেই প্রবৃত্ত কার্য্য অসম্পন্ন থাকে, এবং অভিনব কার্য্যেও তাহার তাদৃশ পটুতা প্রদর্শন করা হয় না। যেহেতু পূর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন করার ইচ্ছাটী তাহার অন্তঃকরণে বলবতী রহিয়াছে। বস্তুতঃ যাহারা কোন কোন পুস্তকের তাৎপর্য্য গ্রহণে অপারগ হয় উহা পুস্তকের কাঠিণ্য ভাব প্রযুক্ত নহে, অধৈর্য্যাবলম্বী হইয়া পাঠ্য বিষয়ে মনঃসংযোগ না করাই তাহার প্রধান কারণ।

অতএব শিশুগণের শিক্ষার্থে নির্জ্জন স্থানই উপযুক্ত। এতদ্ব্যতিরেকে অধৈর্য্যের আরও কারণ আছে, মানব গণের মনোবৃত্তি সহজেই চঞ্চল, তাহাতে আবার সময়ে সময়ে

গতানুসোচনা ও বৃথা চিন্তাতে মন আকৃষ্ট হয়, সুতরাং মন অধিক চঞ্চল ও অধীর হইয়া শিক্ষা বিষয়ের প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। কিন্তু এই সকল প্রতিবন্ধকের এক মাত্র ঔষধি স্বরূপ ধৈর্য্য, ধৈর্য্যাবলম্বী হইয়া মনস্থির করিতে পারিলে সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে। যখন পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন কালে অন্য একটী বৃথাচিন্তা উপস্থিত হইয়া মনচঞ্চল হয়. তখন ঐ পুস্তকের প্রতি মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ, কি পাঠ্য বিষয়ে স্থির চিত্তে স্মরণ করা, অথবা তাহা লিপি করিতে মনোযোগ করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আর চিত্তবৃত্তি চঞ্চল হইতে পারে না। বরং ক্রমে সেই বৃথা চিন্তা ও গতানুসোচনা অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া পাঠ্য বিষয় কি লিপি বিষয়ের সঙ্কল্প দৃঢ় হইতে পারে।

ফলতঃ বৃথা চিন্তা ও গতানুসোচনা যে কত অনিষ্টকর কার্য্য তাহা বলা বাহুল্য। যাহারা ঐ সকল বিষয় ধৈর্য্যাবলম্বনে অক্ষম হয় তাহারা শীঘ্রই বিপদাপন্ন হইয়া থাকে। এমন কি কতলোক সেই অলিক চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া বাতুলতাকে প্রাপ্ত হয়, অথবা অন্যান্য ভীষণ রোগ সমূহের করাল কবলে পতিত হইয়া থাকে, অতএব বৎস! ধৈর্য্য, ক্ষমা, শান্তি, দয়া, এবং বিবেক ইত্যাদি কতিপয় বৃত্তি অবলম্বন করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিবা। উহার অভাবে কোন মনুষ্যই বিজ্ঞতা রূপ উত্তমোপাধি লাভে সক্ষম হইতে পারে না। এক্ষণে স্বীয় পাঠ্য বিষয়ে মনোনিবেশ পূর্ব্বক শিক্ষাকার্য্যে রত হও, পুনঃ সময়ান্তরে নীতি উপদেশ প্রদান করিব।

অনন্তর রাজকুমার শিক্ষক কর্ত্তৃক এবম্বিধ উপদেশ লাভে শিক্ষা কার্য্যে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া সর্ব্বদাই বিদ্যাভ্যাসে রত

ছিলেন। সুতরাং তিনি অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই সমগ্র বিদ্যার পারদর্শী হইয়া পিতামাতা এবং শিক্ষকের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন *। যেহেতু বাল্যাবস্থায় শিশুদিগের মন উর্ব্বরা ভূমির ন্যায় অত্যন্ত সরস ও কোমল থাকে সুতরাং উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বীজ বপণ করিলে উহা অচিরেই অঙ্কুরিত হয়। বিশেষতঃ বাল্যাবস্থায় মাতৃবাক্য শিশুদিগের পক্ষে অনুল্লঙ্ঘনীয় মহামন্ত্র স্বরূপ। ফলতঃ মাতৃবাক্য (সদুপদেশই হউক বা অসদুপদেশই হউক) যতদূর হৃদয়গ্রাহী হয়, শিক্ষকের উপদেশ দূরে থাকুক ইষ্টমন্ত্রও তদ্রূপ হৃদয়গ্রাহী হয় না।

সুতরাং মাতৃবাক্যে বালকবালিকাগণ অতি সহজেই সুশিক্ষিত হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। তৎপ্রমাণ বর্ত্তমান কালেও বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঠকগণ মনে করুন অশিক্ষিত জননীরা অদ্যাপিও বালক বালিকা গণকে শান্ত রাখার জন্য বলিয়া থাকেন যে, "বৎস! ওখানে যাইও না, বা রোদন করিও না ইত্যাদি" ঐ দেখ, জু জু বুড়ী আসিতেছে। এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আর বালক বালিকাগণ প্রাণান্তেও ঐ নিষিদ্ধ পথে গমন বা রোদন করে না। আবার যদি মাতা বলেন যে "বৎস! আহার কালে ভোজন পাত্রে লিপি করিলে, এবং পাঠ্য বিষয়ের আলোচনা করিলে স্মৃতি-

---

* এস্থলে অনেকে এরূপ তর্ক করিতে পারেন যে, রাজকুমার শিশুকালে এতাদৃশ সময়ে অল্পকাল মধ্যে কিরূপে সমগ্র বিদ্যার পারদর্শী হইলেন? কিন্তু তদ্বিষয়ে সুশিক্ষিত পিতামাতা এবং শিক্ষক একমাত্র কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়” তবে বালক বালিকাগণ তাহাই করিয়া থাকে। অতএব রাজকুমার যে পিতামাতা ও শিক্ষকের উপদেশে স্বল্পকাল মধ্যেই বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন প্রাগুক্ত দৃষ্টান্তেই তদ্বিষয়ের সন্দেহোচ্ছেদ হইতে পারে।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর রাজা দন্তবাট স্বায় বার্দ্ধক্য সময় সম্মুখীন দেখিয়া সুযোগ্য তনয়ের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজত্বে অভিষিক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং সংসারভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইষ্টারাধনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বিনোদ সিংহও সুশিক্ষিত এবং সমগ্র সদ্গুণের আধার স্বরূপ, অতএব তাঁহাতে কি না সম্ভবে? তিনি পিতার নিয়োগানুসারে রাজপাটে অধিবেশন পূর্ব্বক সুশৃঙ্খল রূপে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

রাজকুমারের সদ্বিচারে ও স্নেহকৌশলে প্রজাপুঞ্জ পরম সুখে ও নিরুদ্বেগে সময় যাপন করিতেন। ফলতঃ কর্ণাট নগর তৎকালে রামরাজ্যের ন্যায় হইয়াছিল। প্রজাবর্গের দুঃখ ক্লেশ আকাশ প্রসূনের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। কেহ কাহারও প্রতি দ্বেষ হিংসা করিত না, সকলেই সতীর্থপ্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বিনোদ সিংহ সিংহাসনাসীন হইয়া নীতি বিদ্যার পারদর্শি ও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিষয়ে যার পর নাই সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন, এবং এরূপ ন্যায়বান হইলেন যে, মহজ্জনোচিত কার্য্যকলাপে কদাচ পরাঙ্মুখ হইতেন না। তিনি বিপন্ন জননিচয়ের সদুপদেশ দ্বারা কি শারীরিক পরি-

শ্রম দ্বারা অথবা অর্থ ব্যয়ের দ্বারা যথাযোগ্য উপকার করিতে অনুমাত্রও ত্রুটি করিতেন না। ফলতঃ নীতিপরতাদি সদ্গুণসমষ্টি তাঁহার হৃদয়মুকুরে এরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল যে, তিনি অনিশ রাজনিয়ম, সৎক্রিয়া, সদাচার, এবং পরোপকার রূপ মহামূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই অবলোকন করিতেন না। নিয়ত দীন দরিদ্রের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিতেন, এবং অতএই তান্ত্রিক চতুর্থাশ্রমী প্রভৃতি মহাজনগণ সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মপ্রস্তাব ও পুরাণোক্ত প্রসঙ্গাদি সদালাপে সময় যাপন করিতেন। কেহ কোন সৎপরামর্শাকাঙ্ক্ষায় সম্মুখীন হইলে ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে যথাসাধ্য সদুপদেশ প্রদানে পরিতুষ্ট করিতেন। এবং হিতোপদেশ দ্বারা লোকের এরূপ প্রতীতি জন্মাইতেন যে, তাঁহার উপদেশানুসারে প্রগাঢ় বিমূঢ় ব্যক্তিরাও জ্ঞান লাভে বিমুখ হইতেন না।

একদা রাজকুমার বুধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একটী মৃগশাবক নিষাদাতঙ্কে ত্রস্ত হইয়া বেগে আগমন পূর্ব্বক সভার সম্মুখস্থ উদ্যানে প্রবিষ্ট ও লুক্কায়িত হইল। তাহার অব্যবহিত ক্ষণেই কৃতান্তানুজ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ রক্তামক্ষ বৃহৎকায় ভীষণাকার এক শবরসেনা শরহস্তে করিয়া "গেল গেল ধর ধর" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে কথিত হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে আগমন করিল।

দয়ার্দ্র চিত্ত যুবরাজ হরিণার্ভকের ভীরুতা ও মেধলোলুপ নিষাদের ব্যগ্রতা ও যুগপৎ সদয় সভয় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া মৃগবৎসকে আশ্রয় প্রদান করিলেন, এবং

আমিষাশী শবরকে ডাক দিয়া আমূল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। নিষাদ বলিল মহাশয়! আমি শৈলবাসী মাংসাশী মানব, ব্যাধবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তাহাতে অদ্য বিজন ভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটী হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করি, দৈবদুর্বিপাকবশতঃ নিক্ষিপ্ত শর মৃগগাত্রে নিপতিত না হওয়াতে মৃগশাবক লক্ষ্যাস্তরিত হইয়া শরহস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আপনকার উদ্যানে পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে আজ্ঞা হইলে উহাকে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করি।

রাজকুমার বলিলেন নিষাদবর! স্থির হও ধৈর্য্য অবলম্বন কর, ত্বদীয় অভীপ্সিত মদ্য মাংসাদি খাদ্য বস্তু প্রদান করিতেছি। অগ্রে আহারাদি দ্বারা তৃপ্তিলাভ কর, পরে হরিণশিশুটী লওয়ার বিষয় যে হয় বিহিত করা যাইবে। ব্যাধ স্বভাবতঃ নরাকৃতি বন্য জন্তুর ন্যায় নির্ব্বোধ সুতরাং রাজকুমারের সদুপদেশ তাহার নিকট নীরস কাষ্ঠ সদৃশ বোধ হওয়ায় ক্রমেই তাহার হৃদয়ে তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া উঠিল। তখন ব্যাধ রাগান্ধ হইয়া বলিল "মহাশয়! উদরানলে কলেবর দগ্ধ হইতেছে, এক্ষণে বিলম্বের সময় নহে, তুমি তাড়িত মৃগশাবকটীকে ত্বরিত বহিষ্কৃত করিয়া দাও, নতুবা ঝটিতি শরজালে তোমাকে সগণ বেষ্টিত করিব"। এই বলিয়া করস্থ নিশিত শর উত্তোলন করিল।

রাজকুমার ব্যাধের ঈদৃশ উগ্র স্বভাব দর্শনে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মদ্যমাংসাদি বিবিধ আহারীয় বস্তু প্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়া সমীপস্থ আসনে উপবেশন করাইলেন। এবং হিতোপদেশ দ্বারা প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন হে বীর পুরুষ!

তুমি এবম্বিধ নিরপরাধি জীবসমূহের বিনাশ করিয়া স্বয়ং কলুষিত হইতেছ কেন? দেখ! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া কেহই চিরজীবিত নহে? সকলেই যথাকালে মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শমনালয়ে গমন করে, কিন্তু পাপ পুণ্য জনিত দুঃখ সুখ কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারে না, উহা অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। একারণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কদাপি পরানিষ্টে হস্ত বিস্তার করেন না। অতএব তোমাকে কিঞ্চিৎ হিতকর নীতিবাক্য বলিতেছি প্রণিধান কর।

লোক যতই অজ্ঞান ও ক্রোধান্ধ হউক না কেন উদারানল নিবৃত্তি হইলেই কিঞ্চিৎ শান্তভাবাবলম্বন করে। সুতরাং ব্যাধের সেই ভীষণ তমোগুণ কথঞ্চিৎ হ্রাস হইল। পরে ব্যাধ বলিল মহাশয়! আমি পাহাড় প্রদেশীয় নিষাদ নগরস্থ আমিষভুক্ মানব, বন্য জন্তুর ন্যায় উদর চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তার বাধ্য নই। সুতরাং ব্যাধবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে সদুপদেশের প্রয়োজন কি? রাজকুমার বলিলেন ব্যাধ! সদুপদেশ, নীতিকথা এবং হিতবাক্য মানবগণের অতীব উপকারক। উহার দ্বারা জ্ঞান লাভ হইয়া ইহকালে সুখসম্ভোগ করা যায়, এবং চরমে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। এ কারণ বুধগণে "নীতিশাস্ত্র এবং ধর্ম্মোপাসনাদি শিক্ষা করা মনুষ্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাধ বলিল মহাশয়! তবে কি প্রকার নীতিবাক্য, এবং সদুপদেশ কাহাকে বলে অগ্রে তাহা বলুন, পরে আর সকল শ্রবণ করিব।

রাজকুমার বলিলেন তবে শ্রবণ কর। শাস্ত্রে এরূপ

কথিত আছে যে, (পুণ্যায় পরোপকারশ্চ, পাপায় পর পীড়নে) পরোপকার রূপ মহাপুণ্য হইতে আর কোন কর্ম্মেই তাদৃক্ পুণ্য হয় না। এবং পরের পীড়া জনক কলুষময় ক্রিয়া হইতে অধিক পাপ আর কিছুই নহে। অতএব ব্যাধ! ইহা মনে কর, কদাচ পরের অনিষ্টকর কার্য্যে হস্ত বিস্তার করা উচিত নহে। পরের মান প্রাণ ধর্ম্ম কর্ম্মাদির হানি করিও না। স্বার্থের নিমিত্ত কাহারও হিংসা করিও না, অথবা পরের মানসিক ক্লেশজনক কটুবাক্য প্রয়োগ দ্বারা কাহাকে দুঃখিত করিও না। যেহেতু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাধার সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বঘটেই সমভাবে অবস্থান করেন, সুতরাং জীবের প্রতি অস্ত্রাঘাত করা মানবগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অবৈধ এবং পরমেশ্বরের অনভিপ্রেত কার্য্য। অতএব শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সাধ্যানুসারে পরের উপকার করিও; বিপদাপন্ন প্রাণিপুঞ্জের বিপন্ন দশা উৎসন্ন করণার্থে যথোচিত যত্ন করিও। ফলতঃ অহিংসা পরম ধর্ম্ম ঠিক জানিবে। আর শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন ও নিয়মিত ব্যয়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, সতত সাধুসঙ্গ ও সদালোচনা করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই ঐহিক সুখসম্ভোগ ও পরিণামে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

ব্যাধ বলিল মহাশয়! পরিণাম, পরম পুরুষার্থ, এবং পরমেশ কিমাকার? এবং তাহা কি রূপেই বা খেতে হয়? আর খেলেই বা কি হইয়া থাকে? তাহা বর্ণন করুন। রাজকুমার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন " হায়! এই পাষণ্ড পেটুক পেটের চিন্তা বৈ আর কিছুই জানে না, ইহাকে

সদুপদেশ ও নীতি বাক্য দ্বারা সদ্বর্ত্মারূঢ় করার আশা সুদূর পরাহত দেখিতেছি। যাহা হউক নীতিজ্ঞেরা বলিয়াছেন "পরিশ্রম কদাচ নিষ্ফল হয় না" ফলতঃ অদ্যই হউক বা কাল বিলম্বেই হউক সফল হইবেই সন্দেহ নাই। অতএব ইহাকে প্রগাঢ় অনভিজ্ঞ বলিয়া শিক্ষা দানে বিমুখ হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে" ইত্যাদি ভাব্য ভাবনানন্তর রাজকুমার বলিলেন ব্যাধ! যে সকল বস্তু পরিণাম ভোগ্য নহে; তদ্বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর।

জগৎপাতা জগদীশ্বর "ভূত ভবিষ্যৎ, এবং বর্ত্তমান" এই তিনটী কাল নিরূপণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে কাল বিগত হইয়াছে তাহাকে ভূত, যে কাল আসিতেছে তাহাকে ভবিষ্যৎ, এবং ইহকাল (এই যে সময়) ইহাকে বর্ত্তমান বলে। কিন্তু দেহধারীসম্বন্ধে ভবিষ্যৎ কাল অর্থাৎ অবস্থান্তরকে পরিণাম বলিয়া শাস্ত্রকারেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং সেই পরিণামে যাহাতে জন্ম ও জরা মৃত্যুভয়তিরোহিত করিয়া পরম পুরুষ পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র হইয়া কৈবল্যধামের অতুল্য সুখসম্ভোগ করা যায়, তাহাই মনুষ্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মও তাহাতেই পরম পুরুষার্থ লাভ বলা যায়। এবং বর্ত্তমান জন্ম ইহকাল যাহাতে পরমসুখে অতিবাহিত করা যায় তাহাকেই ঐহিক সুখ বলে। আর পরমপুরুষার্থ শব্দেতে চতুর্বর্গ ফল বুঝায় অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি প্রকার। এক্ষণে পরমেশ কাহাকে বলে এবং তিনি কি পদার্থ তাহা শ্রবণ কর।

"পরমেশ" যাঁহাকে বলে তাঁহার আকার নাই নিরাকার, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিধ্বংশি ব্রহ্ম পদার্থ, অথচ সর্ব্ব

শক্তিসম্পন্ন। এই নিখিল জগৎ তিনিই সৃজন করিয়াছেন। তিনি মনে করিলে নিমেষ মধ্যে ইহা বিলয়, এবং পুনঃ সৃজন করিতে পারেন। এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যতকিছু আশ্চর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় ইহা সকলই তাঁহার বিভূতি ও রচনা কৌশল। তাঁহার অনুজ্ঞা ব্যতীত পাংশুটিও স্থানান্তর হইতে পারে না। তিনি তোমাতে আমাতে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি সমুদয় প্রাণিপুঞ্জেতে, এবং বল্লী, পাদপে. জলে স্থলে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান থাকাতে তাঁহাকে সর্ব্ব-ব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বাধার বলা যায়। আর তাঁহার অবয়বাদি দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া তাঁহাকে নিরাকার ব্রহ্ম বলা যায়।

ব্যাধ বলিল মহারাজ! আপনকার বাক্য শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ আমার শ্রবণস্পৃহা প্রবল হইতেছে, অতএব আপনি ইত্যগ্রে যে পাপ, পুণ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা কিপ্রকার এবং উহা কিরূপে উৎপত্তি ও ক্ষয়ও প্রাপ্ত হয়, আর তাহাতে কি কি ফললাভ হইতে পারে তত্তাবদ্বর্ণন-দ্বারা শ্রুতিদ্বয়কে পরিতৃপ্ত করুন। রাজা বিনোদ সিংহ অতঃপর ব্যাধের ঈদৃশ শ্রবণচিকীর্ষা ও সরল ভাবের আবির্ভাব দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, সদ্বার্ত্তা শ্রবণে ইহার যেরূপ মনের আকৃষ্টতা ও ব্যগ্রতা দেখা যায় ইহাতে জ্ঞানবর্ত্মের সোপান শ্রেণিতে পাদক্ষেপ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক ইহাকে বিশেষরূপে উপদেশ প্রদান করাই শ্রেয়স্কর।

তদনন্তর বিনোদ সিংহ বলিলেন ব্যাধ! তোমার এই মহৎ চিকীর্ষা দর্শনে আমি যার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হই-

লাম, অতএব পাপ পুণ্যের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি প্রণিধান কর। মনে কর যদ্রূপ মানবগণ বাল্যাবস্থায় মৃন্ময় পুত্তলিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ক্রীড়া করে, তদ্রূপ সর্ব্ব শক্তি সম্পন্ন জগদীশ্বরও এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে মানব ও পশু পক্ষ্যাদি সৃজন করিয়া তাহাদের ক্রীড়া কৌতুক সন্দর্শন করণাভিলাষে পাপ, পুণ্যরূপ দুইটী পথ প্রস্তুত ও প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঐ বর্ত্ম দ্বয় অতি সুদৃশ্য, কিন্তু তন্মধ্যে পাপবর্ত্ম অপেক্ষাকৃত সরল ও দর্শন রমণীয়, এবং পান্থগণের গন্তব্য। সুতরাং ভ্রান্ত পান্থগণ পুণ্যরূপ কুটিল বর্ত্মে গমনেচ্ছু না হইয়া কন্টকাকীর্ণ কেতকী কুসুমবৎ পাপ মার্গগামী হইয়া বারংবার কঠোর জঠোর যাতনা ভোগ করত পরম পিতা পরমেশ্বরের দিদৃক্ষা সম্পাদন করে।

পুণ্য বর্ত্মের কথা কি বলিব? ঐ পথের প্রথম ভাগ এরূপ কুটিল ও দুরবগাহ যে, উহা দৃষ্টি করিলে প্রাণি মাত্রেরই তন্মার্গগামী হওয়ার ইচ্ছা হয় না। বস্তুতঃ প্রদর্শক কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া গমনে প্রবৃত্ত হইলে যতই অগ্রগামী হইতে থাকে ততই ঋজু ও সন্মার্গ বলিয়া গমনেচ্ছা বলবতী হয়। আহা! কি আশ্চর্য্য পথ! উহা জ্ঞান নেত্রে দর্শন না করিয়া বাহ্য নেত্র দ্বারা দৃষ্টি করিলে কদাপিও সরল বলিয়া বোধ হয় না। যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের এক দিক দ্বারা দর্শন করিলে দূরস্থ বস্তু অতি সন্নিহিত এবং অপরদিক দ্বারা দর্শন করিলে প্রকৃতিস্থ হইতেও দূরস্থ বোধ হয়, ইহাও ঠিক তদনুরূপই বটে। দেখ! বাহ্যলোচনে কোন একটী পদার্থ লক্ষ্য করিলেও অন্তঃকরণে অন্য একটী চিন্তার আবির্ভাব থাকিলে

ঐ বাহ্য দৃষ্টি কার্য্যকর হয় না, তদ্রূপ মনঃ চক্ষু (জ্ঞাননেত্র) উন্মীলিত না হইলে (সৎপথ) পুণ্যমার্গ, সরল রূপ দৃষ্টি ও সুগম্য বলিয়া বোধ হইতে পারে না।

পাপ পথের তদ্বিপরীত ভাব, ঐ পথের প্রথম "অর্থাৎ মুখশ্রী" অতি সুদৃশ্য ও নানা রূপ আমোদ কর, এবং আশু সুখকর। উহা নেত্রগোচর করিয়াই পান্থ গণের মানস মাতঙ্গ বিচলিত ও অচির গমনে উৎসুক হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তৎকালে সেই মন বারণকে ধৈর্য্যাঙ্কুশ দ্বারা বারণ না করিলে পরিণামে ঐ পথে নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু মানবগণ ভ্রান্তিবশতই উহা বুঝিতে না পারিয়া আশুসুখ লাভের দুর্লোভে ইন্দ্রিয় সংযমনে বিমুখ হইয়া সেই কুবর্ত্ম গমনে কোন ক্রমেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। এই কারণে বুধগণে ইন্দ্রিয়সংযমন, রিপুদমন ও ধৈর্য্যাবলম্বনাদি সদ্‌গুণ সমূহ মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অগ্রগণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব পূর্ব্ব কথিত "পুণ্যং পরোপকারশ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নে" এই বাক্যটাই ঠিক জানিবা। পরের উপকার করিলে পুণ্য সঞ্চয় এবং ক্রমে তাহা বৃদ্ধি হয়, আর পরের পীড়াজনক কর্ম্ম করিলে পাপ সঞ্চয় ও তাহা পরিবর্দ্ধিত হয়।

ব্যাধ বলিল মহারাজ! পাপ পুণ্য যেরূপে উৎপত্তি ও পরিবর্দ্ধিত হয় তাহা শ্রবণ করিলাম, এইক্ষণে ঐ পাপ পুণ্যের ফললাভ কি প্রকারে হয় তাহা বর্ণন দ্বারা সংশয় দূর করুন। বিনোদ সিংহ বলিলেন তবে শ্রবণ কর। পুণ্য-কর্ম্ম করিলে নর সমূহ ইহকালে পরম সুখ সম্ভোগ করে, এবং পরকালে নিত্যধামে, (যাহাকে মানবমণ্ডলী স্বর্গ

স্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন) অবস্থান পূর্ব্বক সৎসংসর্গে থাকিয়া আসঙ্গলিপ্সার চরিতার্থ সাধন করিতে পারে। কিন্তু পাপকর্ম্ম করিলে ইহকালে মনের অসুখ জনিত নানা প্রকার চিন্তা কর্ত্তৃক ক্লেশিত হয় এবং পরকালে নিকৃষ্ট স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক কুসংসর্গ জনিত নানারূপে ক্লিষ্ট হইয়া অতীব দুঃখে কালযাপন করিতে হয়। পাপ এবং পুণ্যের এই মাত্র ফল।

অনন্তর ব্যাধ বলিল মহাশয়! আপনি সৎকথা যতই বলিতেছেন ততই আমার শ্রুতিবিবর স্নিগ্ধ হইতেছে, শ্রবণ-চিকীর্ষা বলবতী হইতেছে, এবং অন্তঃকরণ স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। অন্তরাত্মা পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে সঙ্কো-চিত হওয়া, স্বীয় আবাসভূমি গিরিকন্দরে গমনার্থে পদ চলিতেছে না, অতএব আপনি অনুকম্পা পুরঃসর আরও কিঞ্চিৎ সদ্বার্ত্তা বর্ণন করুন।

বিনোদ সিংহ ব্যাধের সদ্বার্ত্তা শ্রবণে ঈদৃশ যত্ন ও বিপুল আস্থা দর্শনে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন ব্যাধ! সদ্বার্ত্তা যতই আলোচনা করা যায় ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে, উহা শ্রবণে যদি তোমার একান্ত মানস হইয়া থাকে তবে ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? অত-এব অদ্য এই পর্য্যন্ত সমাপন করা গেল, সময়ান্তরে পুনঃ বর্ণন করিব। এক্ষণে তোমাকে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ নীতি বাক্যে উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর।

জগদীশ্বর আমাদিগকে হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় যে সকল প্রদান করিয়াছেন, উহা সকলই আমাদিগের উপকার সাধনার্থে, অতএব জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে

যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সৎকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে তদ্দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সাধ্যানুসারে লোকের হিতসাধন করিও। নৃশংস ব্যাপারের বশীভূত হইয়া কাহারো প্রতি অশিষ্টাচরণ করিও না। সর্ব্বদা প্রিয়বাক্য দ্বারা লোকের সন্তোষ বিধান করিও। কদাচও কোন ব্যক্তিকে অপ্রিয় বাক্যে ক্ষুণ্ণমনা করিও না। সাধুসঙ্গে সদালাপে কালযাপন করিও। তাহা হইলেই ইহকালে সুখ ও পরিণামে পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারিবে।

এইরূপে ব্যাধ বিনোদ সিংহ কর্ত্তৃক সদুপদেশ দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া করপুটে বিদায়ের প্রার্থনা করিল। রাজা বিনোদ সিংহ পরম হৃষ্টচিত্তে তাহাকে যথোচিত সম্ভাষণানন্তর প্রিয়বাক্যে বিদায় করিলেন। ব্যাধ বিদায় হইয়া রাজাকে এবং সভসদ্‌গণকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্বধামে গমন করিল। সভাস্থ সকলে ব্যাধের ঈদৃশ নম্র স্বভাব ও শীলতা এবং সৎজ্ঞান দর্শনে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া সুশিক্ষিত রাজা বিনোদ সিংহের অসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধি এবং বিপুল অধ্যবসায়ের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

একদা রাজা বিনোদ সিংহ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় বুধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সভাকুট্টিমে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে পূর্ব্বদিক্ হইতে বিমল কান্তি বিশিষ্ট বিভূতিভূষিত কণ্ঠে রুদ্রাক্ষশ্রেণীলম্বিত, জটাজূটে শিরঃ আচ্ছাদিত, কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, কর নরক গৃহীত প্রভাতীয় ভানুর ন্যায় প্রশান্তাকৃতি এক সন্ন্যাসী সভামণ্ডপে সমাগত হইলেন। রাজা তাঁহাকে অবলোকন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিহিত সৎকার সহকারে প্রণিপাত পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহার্থে যত্ন করিলেন।

সন্ন্যাসী মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক আসনে উপাবিষ্ট হইলেন। রাজা বিনীতভাবে সন্ন্যাসী সমীপে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন ভগবন্! কোন্ তীর্থে আপনকার ধর্ম্মশালা এবং কি নিমিত্তে কোথায় গমন করিয়াছেন জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন দ্বারা চরিতার্থ করুন। সন্ন্যাসী বলিলেন বদরিকাশ্রমে তপস্যালয় আছে, অধুনা তীর্থপর্য্যটনার্থে বহিষ্কৃত হইয়া ত্বদীয় অসার পসার বীক্ষণার্থে আগমন করিয়াছি।

বিনোদসিংহ বলিলেন ভগবন্! আপনকার আকার প্রকার দর্শনে এবং বাক্যাভাসে এ ভৃত্যের অন্তঃকরণ ভক্তি-

রসে আর্দ্র হইতেছে, বাসনা যে, আপনকার নিকট কিঞ্চিৎ তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করি। অতএব আপনি অনুকম্পা প্রকাশে বর্ণনাদ্বারা চরিতার্থ করুন। সন্ন্যাসী বলিলেন রাজন্! তীর্থের মাহাত্ম্য অধিক কি বর্ণন করিব? সকল তীর্থই আপনার নিকটে বিরাজমান আছে, আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলেই তন্মাহাত্ম্য অবগত হইয়া মুক্তি সোপানে পদার্পণ করিতে পারিবেন। ফলতঃ যাহা দৃষ্টি করার জন্য জগদীশ্বর উপায় করিয়া দিয়াছেন তাহা শ্রবণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বিনোদসিংহ বলিলেন দেব! আপন নিকটে কোন তীর্থ কিরূপে বিরাজমান আছে? আর কিরূপেই বা তাহা দর্শন করা যাইতে পারে? তাহা বিশেষরূপে বলুন। যোগী বলিলেন রাজন্! তবে প্রণিধান করুন যথা।

"ব্রহ্মবা এক মিদমগ্র মাসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ" (বেদ)

পূর্ব্বে এই নিখিল জগৎ মধ্যে আর কিছুই ছিল না, কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। তিনি মনে মনে কল্পনা করিয়া এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার আকার বিকার কিছুই নাই। তিনি নিরবয়ব, বিকাররহিত, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র, একমাত্র অদ্বিতীয়, পরিপূর্ণ, কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না, কেবল একমাত্র তাহার ইচ্ছাক্রমেই এই পৃথিবীর যাবতীয় কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ হয়।

সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পরমপিতা পরমেশ্বর সৃষ্টি করণা-

নন্তর মুক্তি বিধানার্থে জীবগণের শরীরের মধ্যেই সকল উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন, এবং ঐ উপায়াবলম্বনার্থে জ্ঞানরূপ চক্ষুও জীবগণকে দিয়াছেন। কিন্তু (যেমন এই পৃথ্বীর মধ্যে সুমতি ও কুমতি বিশিষ্ট নানা প্রকার লোক আছে, তদ্রূপ দেহাভ্যন্তরেও সদসৎ বিবিধশক্তিসম্পন্ন সাধু এবং অসাধু বিরাজমান আছে। তন্মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয়টী অতিশয় দুর্দ্দান্ত। ইহারা সর্ব্বদা বৈরভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, একারণ, রিপুপদবাচ্য হইয়া আছে) মোহবশতঃ লোকে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে সক্ষম হয় না। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানসারথির সাহায্যে সংগ্রাম করিয়া কথিত ষড়্‌বৈরী দমনে কৃতকার্য্য হইতে পারে সেই মহাজন, এবং সেই ব্যক্তিই দেহস্থ যাবতীয় তীর্থের ও পরব্রহ্মের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া মুক্তি লাভ করে।

বিনোদসিংহ বলিলেন ভগবন্! দেহাভ্যন্তরে কোন্ স্থানে কি তীর্থ অবস্থান করে তাহা বিশেষ রূপে বর্ণন করুন। সন্ন্যাসী বলিলেন মহারাজ! দেহতত্ত্ব, অতি শ্রুতিসুখজনক উহা যতই শ্রবণ করিবেন ততই শ্রবণস্পৃহা বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। যাহা হউক আপনার এই মহৎ জিজ্ঞাসা শ্রবণে আমি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম, অতএব দেহস্থ তীর্থের বিষয় সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করিতেছি অবধান করুন।

যোগী বলিলেন রাজন্! জগদীশ্বর সকল তীর্থই মানবগণের দেহমন্দিরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন * এবং তৎপর্য্য-

* অর্থাৎ সমগ্র তীর্থের আকর স্বরূপ জগজ্জাগরূক জগদীশ্বরের পরমাণু অংশ সর্ব্বভূতে প্রতিবিম্বিত আছে, মুমুক্ষুগণ জ্ঞাননেত্র দ্বারা অবলোকন করিলেই ভূমানন্দ লাভে সক্ষম হইতে পারে।

টনার্থে জ্ঞানরূপ শক্তিও দিয়াছেন। কিন্তু মানবগণ মোহের দাসত্বদায়বদ্ধ হইয়া জ্ঞান লাভে যত্ন না করিয়া, সাকার দেবাদির প্রতিমূর্ত্তি দর্শন লাভার্থেই ব্যস্ত রহিয়াছে, এবং দিগ্‌দেশান্তরে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বৃথা কাল হরণ করে। বস্তুতঃ বিমলব্রহ্মজ্ঞানের উদয় না হইলে তীর্থ ও দেবদেবী দর্শনে কদাচও মুক্তি লাভ হয় না। (যথা)

"নকর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যান্ন চ মন্ত্রেণ বা নরঃ।
আত্মন্যাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ॥"

(নির্ব্বাণতন্ত্র)

কর্ম্ম দ্বারা, মন্ত্রোপাসনা দ্বারা, এবং আরাধনা দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; কেবল আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিলেই মানবগণ মুক্ত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সাকার দেবদেবীর আরাধনা, এবং তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা কদাচও মুক্তিলাভ হইতে পারে না ইহা নিশ্চয় জানিবে।

(যথা)

"মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥"

(নির্ব্বাণ)

যদি মনঃ কল্পিত দেবাদিরমূর্ত্তিই জীবের মোক্ষসাধনের কারণ হয়, তবে স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও মনুষ্য সকল রাজা হইতে পারে। অতএব মহারাজ! সুবিমল ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি প্রদানে আর কাহারও ক্ষমতা নাই! কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র কারণই আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া; অতএব আত্মতত্ত্ব অবগত হওনার্থে যত্ন করাই শ্রেয়স্কর ও উপাসনার প্রধান সোপান।

বিনোদসিংহ বলিলেন ভগবন্! তবে উহা কিরূপে অবগত হওয়া যায় তাহা বলুন। সন্ন্যাসী বলিলেন মহারাজ! তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞানস্বরূপ নির্ম্মল নেত্র বিস্ফারিত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভানন্তর সেই সার তীর্থের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া জীবগণ মুক্তিবর্গে অধিরূঢ় হইতে পারে। অতএব জ্ঞাননেত্র কাহাকে বলে ও তাহা কিরূপে বিকশিত হয় তাহা শ্রবণ করুন।

যে ব্যক্তি সমুদয় ইন্দ্রিয়গণকে সংযমন পূর্ব্বক মনকে স্ববশ ও নিবাতনিষ্কম্পদীপশিখার ন্যায় অবিচলিত রাখিয়া নিরাকার পরব্রহ্মকে চিন্তা দ্বারা স্থির নিশ্চয় করিয়া পরমাত্মাকে ব্রহ্মরূপে জানিয়াছে, যে ব্যক্তি সমগ্র প্রাণিতে নিষ্কল ব্রহ্মের অবস্থিতি জানিয়াছে এবং যে ব্যক্তি এই সমস্ত, নিখিল নিরুপম ব্রহ্মময় দর্শন করে সেই ব্যক্তিরই জ্ঞাননেত্র বিপ্রকাশ হইয়াছে। সেই ব্যক্তিই কথিত দেহাভ্যন্তরীণ সার তীর্থ অবলোকনে সক্ষম হয়। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভকেই জ্ঞানচক্ষু প্রকাশিত হওয়া বলে। সেই নির্ম্মল জ্ঞান লাভ হইলে মানবগণের ধ্যানোপাসনাদি বহির্ব্যাপারের আর প্রয়োজন থাকে না।

(যথা)

"যোগোজীবাত্মনো রৈক্যং পূজনং কেশবো শয়োঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষোনযোগো নচ পূজনং ॥ ১ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্যচিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপ যজ্ঞাদ্যৈস্তপোভি র্নিয়ম ব্রতৈঃ ॥ ২ ॥
সত্যং বিজ্ঞান মানন্দমেকব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজাধ্যান ধারণা ॥ ৩ ॥

"ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো নবাধ্যাতা সর্ব্বব্রহ্মেতি জানতঃ ॥ ৪ ॥"
(ব্রহ্মাণ্ড)

জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে যে অভেদ জ্ঞান তাহাকেই যোগ বলা যায়। এবং শিব ও কেশবের যে পূজা তাহাকেই পূজা বলে, কিন্তু ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমগ্র বস্তুতে যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাহার যোগ পূজা কিছুতেই প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, উহা যাহার হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহার জপযজ্ঞ তপস্যা ব্রতাদি বিফল। সত্য বিজ্ঞানময় ও আনন্দ স্বরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে দর্শনশালী ব্রহ্মভূত ব্যক্তির পূজা ও ধ্যান ধারণা বিড়ম্বনা মাত্র। বস্তুতঃ যিনি সকল বস্তুতেই ব্রহ্মজ্ঞান করেন তাঁহার পাপ, পুণ্য, জন্ম, পুনর্জ্জন্ম হয় না। কিন্তু যাবৎ সেই ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় না হয় তাবৎ ধ্যান, যজ্ঞাদি প্রয়োজনীয় হয়।

যথা)

"অনন্তং কর্ম্মশৌচঞ্চ, তপোযজ্ঞস্তথৈবচ।
তীর্থযাত্রাদিগমনং, যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি ॥ ১ ॥"

অপিচ যদ্রূপ মনুষ্যগণ নদী পার না হওয়া পর্য্যন্ত নাবার্থী হয় অর্থাৎ তরণী লাভের প্রার্থনা করে, কিন্তু পার হইলে আর নৌকাতে কিছুই প্রয়োজন থাকে না, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব পরব্রহ্মানুভব না হওয়া পর্য্যন্ত যোগাভ্যাস ও প্রাণায়াম ধারণাদিতে যত্ন করিতে হয়। পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে যোগ ধারণাদি কিছুই প্রয়োজন থাকে না। যেহেতু পীযুষাস্বাদব্যক্তির পয়ঃপান প্রত্যাশা

হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং ব্রহ্মপদার্থ জ্ঞেয় ব্যক্তির পক্ষেও বেদাদি নিষ্প্রয়োজনীয় হয়।

(যথা)

" নাবার্থী হি ভবেত্তাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি,
উত্তীর্ণেতু সরিৎপারে নাবাবা কিং প্রয়োজনম্॥
যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনং।
এবং তৎপরমং জ্ঞাত্বা দেবে নাস্তি প্রয়োজনং॥"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

অতএব হে মহারাজ! অধিক কি বলিব? উল্লিখিত বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক যাহাতে সেই বিমলানন্দ স্বরূপ নিষ্কল ব্রহ্মপদার্থ জ্ঞাননেত্রে অবলোকন করা যায় তদ্রূপ কার্য্য করিলেই সকল তীর্থের ফল লাভই হয়। এই বলিয়া সন্ন্যাসী গমনোন্মুখ হইয়া (মহারাজ! দিবাবসান হইয়া আসিল এক্ষণে গমন করি) এইমাত্র বলিতে বলিতে অদর্শন হইলেন।

বিনোদ সিংহ সন্ন্যাসীর এতাদৃশ অমানুষ ব্যবহার দর্শনে ও উপদেশ শ্রবণে বিবেকসলিলে নিমগ্ন হইয়া কেবল একমাত্র সেই বিমল ব্রহ্মজ্ঞান লাভে যত্নবান্ হইলেন। বিষয় কর্ম্মে তাদৃশ প্রণিধান রহিল না। ফলতঃ পরম মঙ্গলাস্পদ ব্রহ্মজ্যোতি যাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে সে কি কখনও সামান্য বিষয় ভোগে আসক্ত হওয়ার বাসনা করে? কখনই না। সুতরাং তাঁহার সংসারে অসার জ্ঞান, বিষয় বিষময় জ্ঞান, এবং রাজকার্য্য বৃহদনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বিনোদ সিংহ যদিচ যুবরাজ সদৃশ স্বল্পবয়স্ক ছিলেন বটে, তথাপি তাঁহার বিজ্ঞতা ও ধীশক্তিসম্পন্নতা দর্শনেই

রাজা দন্তবাট তাঁহাকে রাজপাটে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এবং সেই রাজকীয় বৃহদ্ভারও তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে বিবেকভাব বাল্যকাল হইতেই অঙ্কুরিত ছিল, অধুনা সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক উপদেশবারি প্রাপ্তে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর উক্ত "অসার সংসার" "দিবাবসান" এই দুইটী বাক্য তাঁহার প্রগাঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। কেবল তিনি মনীষামান্ মনুষ্য ছিলেন বলিয়া তাঁহার অন্তরীণ বিবেকভাব অন্যের গোচারাভাব ছিল। সুতরাং তিনি বাহ্যবিবেকী না হইয়া স্বীয় ধর্ম্মের মর্ম্মানুসারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দন্তবাট বার্দ্ধক্যাবস্থায় পদার্পণ পূর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদির সহবাস সুখে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া জরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে বিষয় বাসনা সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমার্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। পরিশেষে তাঁহার আসন্ন সময় সম্মুখীন হইলে, তিনি সুযোগ্য পুত্র ও পৌত্রকে নিকটে রাখিয়া তৎকালোচিত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিনোদ সিংহ যদ্যপিও সুশিক্ষিত ছিলেন বটে, তথাপি মানবমণ্ডলীর অবিচলিত প্রথানুসারে বৃদ্ধরাজা তাঁহাকে রাজনীতি ও সাংসারিক ধর্ম্ম কর্ম্মাদির বিষয় কথঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতে ত্রুটি করিলেন না।

বৃদ্ধরাজা বিনোদ সিংহকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন বৎস! আমার এই চরমকাল উপস্থিত, এক্ষণে সংসারের মায়ার গাঢ় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করাই শ্রেয়স্কর' কিন্তু মহামায়ার কি মহীয়সী শক্তি? আমি তৎকার্য্যানুষ্ঠানে

বিরত থাকিয়া এসময়েও সাংসারিক চিন্তায় বিবৃত আছি। আমার অঙ্গগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া আসিতেছে, তথাপি অন্তরাত্মা এখন তোমাদিগের কল্যাণ কামনায় ব্যস্ত রহিয়াছে। অতএব বৎস! এই সংসার মধ্যে মহামায়ার মায়া কৌশলই অত্যাশ্চার্য্য! এবং ধন্যবাদার্হ। যাহা হউক বৎস। এক্ষণে তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর, আর ইহা স্মরণ পূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিও।

রাজা বলিলেন বৎস! এই অসার সংসার মধ্যে কোন ব্যক্তি বা কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে, কেবল নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ক্রিয়াদি জনিত কীর্ত্তিকলাপই নির্ব্বিধ্বংসী হয়। অতএব বৎস! প্রাণিপুঞ্জ সকলকেই আত্মবৎ জ্ঞান করিও। ও প্রজা-বর্গকে পুত্রবৎ স্নেহ সহকারে শাসন ও পালন করিও। আর যখন যে কার্য্য উপস্থিত হয় তখনই তাহার শুভাশুভ বিচার পূর্ব্বক অশুভকার্য্য বিবেচনাধীন রাখিয়া শুভকার্য্য যতশীঘ্র হয় নিষ্পাদন করিও। রাজা এই মাত্র বলিতে বলিতে নিষ্ঠুর মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রাজা মহানিদ্রায় অভি-ভূত হইয়া মানবলীলা সংবরণ পূর্ব্বক পঞ্চত্বলাভ করিলেন।

বিনোদ সিংহ পিতার পরলোক গমন দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ম্লান বদনে রোদন করিতে লাগিলেন। ভূপ-বিয়োগবিধুর সচিববর্গ সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নগর হাহাকারময় ক্রন্দন ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল, কেহই কাহাকে প্রবোধ প্রদানে সক্ষম হইল না। ফলতঃ নিষধাধিপতি শ্রীমন্মহারাজা নলের বনগমন সন্তাপে পরি-তাপিত নৈষধবাসীগণ যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিল, কর্ণাট-নগরস্থ জন নিবহও তদ্রূপ দুঃখিত হইল। অনন্তর রাজ-

কুমারকে পিতার শোকে শোকাকুলিত দেখিয়া বিচক্ষণ মন্ত্রি-প্রবর স্বয়ং শান্তভাবাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবোধ প্রদানে সান্ত্বনা করিলেন। এবং রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিধি বিধানে সমাধান করিলেন।

বিনোদ সিংহ একেই সংসারবিদ্বেষী বিবেকের অনুগত তাহাতে আবার পিতার বিয়োগজনিত সন্তাপগ্রস্ত, সুতরাং তাঁহার অন্তঃকরণ ঔদাস্যভাবে পরিপূরিত হওয়াতে তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন হায়! কি আশ্চর্য্য! এই সংসার কেবল অকিঞ্চিৎকর, ইহার কিছুমাত্র পরিণামে কার্য্যকর নহে, বাস্তবিক সন্ন্যাসী যে "অসার পসার" বলিয়াছে উহা সত্য বটে। যে হেতু পিতা ঈদৃশ বিভবের অধিপতি থাকিয়াও চরমে তাহার কিছুমাত্রই আত্মসাৎ করণে সক্ষম হইলেন না। অতএব এই ঐশ্বর্য্য অতি সামান্য পদার্থ এবং অচিরস্থায়ী, বিশেষতঃ জীবের জীবনও অতিশয় চঞ্চল, কখন্ কি হয় বলা যায় না, সুতরাং সন্ন্যাসীর উক্ত "দিবা অবসান হইতেছে" এই বাক্যটী তাহার প্রমাণ স্থলে প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ রজনী প্রভাত হইলেই যেমন প্রতিক্ষণে দিবসের স্থায়িত্ব খর্ব্ব হইয়া দিবা অবসান হয়, তদ্রূপ মানবগণেরও জন্মকাল হইতেই পরমায়ুর হ্রাসতা হইতে থাকে। কিন্তু কোন্ সময় কালকবলে পতিত হইতে হইবে ইহার নিশ্চয় না থাকাতে সর্ব্বক্ষণেই আয়ুর অবসান হইল বলা যাইতে পারে। অতএব সাধারণ অর্থাৎ অসার ধন সমূহ পিতৃকৃত্যে বিতরণ পূর্ব্বক অসারের সারোদ্ধার স্বরূপ নির্ব্বিধ্বংসী কীর্ত্তি লাভ করাই শ্রেয়স্কর।

বিনোদসিংহ ইত্যভিধান নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কুলধর্ম্মানুসারে

পিতার শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে ধনাগারের দ্বার মুক্ত করিলেন এবং কল্পপাদপের ন্যায় ইচ্ছানুরূপ অর্থদানে কৃতসংকল্প হইয়া কাণ, খঞ্জ, বধির প্রভৃতি দীন হীনগণকে অপর্য্যাপ্ত ধনে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। হায়! বিবেকের কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! বিনোদসিংহ মনস্বী ও নীতিবিশারদ হইয়াও ভাবিকালে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তৎপ্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না। কেবল দেহ-তরণী আরোহণে বিবেকার্ণবে ভাসমান হইয়া মনের প্রতি উপদেশ প্রদানে যত্নবান্ হইলেন।

পরমার্থ সঙ্গীত।

রাগিনী কেদারা, তাল মধ্যমান।

কেন ভোল তাঁরে মন, সেই জগতকারণ,
পরাৎপর বিশ্বাধার বিভু নিত্য নিকেতন।
দুস্তার ভবসলিলে, কে তারে সে না তারিলে,
মিছা মায়ায় আছ ভুলে, ভাব সত্য সনাতন॥

চিত্রকাব্য।

কৃ,তান্ত দুরন্ত, আদি অন্ত নাহি মানে।
সত,পথ লও খুঁজে অন্যে নাহি জানে॥
কর শ্রী,নাথে অর্চ্চনা রে! অবোধ মন।
যাঁহারে ঈ,শান আদি করে আরাধন॥
মিছা ভ্রম শ,, আসেতে বর্ত্তমান যায়।
রত হও পর,মেশে সুখ পাবে যায়॥
উন্মীলয়ে জ্ঞান চ,ক্ষু হের সে সুঠাম।
কুবের বরুণ ইন্দ্র, করে যাঁর নাম॥

থাকিতে বাসনা বশ কর গুণ গান।
থাকিতে স্ববশ দেহ কর, তাঁর ধ্যান॥
নহিলে চরমে হবে রোগ সাত্ত্বিক।
রবে না স্ববশ দেহ পালাবে মাণিক॥
অতএব মাখ অঙ্গে বিবেকের গুঁড়া।
অনিত্য বিষয় আশা ত্যজ্য কর ত্বরা॥

রাজমন্ত্রি বিনোদসিংহকে এতাদৃশ বিবেকচিন্তায় নিষ্কাম বিভ্রান্ত ও সংসার সুখে বিদ্বেষী দেখিয়া রাজত্বের ভাবি অমঙ্গলাশঙ্কায় শঙ্কিত হইলেন এবং বিষয় সুখাস্বাদনের প্রলোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক নানা প্রকার উপদেশ প্রদানে যত্নবান্ হইয়া বলিলেন মহারাজ! আপনি সমগ্র শাস্ত্রের পারদর্শি, নীতিবিদ্যাবিশারদ, এবং ধীশক্তিসম্পন্নগণের অগ্রগণ্য। আপনাকে উপদেশ দ্বারা প্রবোধ প্রদানের প্রত্যাশা যদ্যপিও মাদৃশ জনের দুরাশা বৈ নহে, তথাপি কিঞ্চিৎ উপদেশ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। যে হেতু এই রাজভাণ্ডারস্থ ধনে আমরা সপরিবার আজীবন প্রতিপালন হইয়া আসিতেছি। সুতরাং এই রাজকোষই যে আমাদিগের জীবনোপায়ের একমাত্র ভরসাস্থল তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব মহারাজ! কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি অবধান করুন।

মহারাজ! এই ভবসংসারে ধনি, দীন, রাজা, প্রজা, সৎ, অসৎ, অজ্ঞ, বিজ্ঞ, নানা প্রকার মনুষ্য এবং পশু, পক্ষী ইত্যাদি নানাবিধ ভূচর খেচর বনচর জলচরাদি বিবিধ জাতি প্রাণিগণ

বিরাজমানথাকিয়া যথাসময়ে বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। বিশেষতঃ জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যুকবলে পতিত হইতে হইবে, ও তৎকালে পরম স্নেহাস্পদ পুত্র কলত্রাদি পরিজন এবং অশেষ ক্লেশার্জ্জিত বিভূতিবূহ কিছুই সমভিব্যাহারী হয় না, অর্থাৎ এই সংসার যে অকিঞ্চিৎকর ইহা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু তথাপি কেহই এই সংসার সুখাস্বাদনে নিস্পৃহ নহেন। অতএব প্রবীণা প্রবাহিণীর প্রবল তরঙ্গরাশি প্রবীক্ষণে তীরে তরি নিমগ্ন করা ভবাদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না।

পদ্য।

ভব বিপণিতে করি আপণ স্থাপন।
জীব জন্তু সবে করে সময় যাপন॥
রাজা প্রজা ধনি দীন সতাসত যত।
জননান্তে মৃত্যু আছে সবে অবগত॥
বিভূতি কলত্র পুত্র বপু আপনার।
সর্ব্বাগ্র পড়িয়া রবে কেহ নহে কার॥
এসংসার প্রশংসার কিছুমাত্র নয়।
অসার সমষ্টি ইথে সার কিছু নয়॥
তথাপি এ সুধাময় সংসারের সুখ।
লেহনে রসনা কারো নহে পরাঙ্মুখ॥
যথা তরঙ্গিণী নীরে হেরিয়া লহরী।
কোন নরে তীরে নীরে না ডুবায় তরি॥
অতএব সংসারের সুখ আস্বাদন।
করিবে সুধীরগণে বলে মহাজন॥

অতএব মহারাজ! বিবেক পরিহার পূর্ব্বক সংসার রসাস্বাদনে মনোনিবেশ করত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করুন। বিনোদসিংহ বলিলেন মন্ত্রিচূড়ামণে! তুমি যতই উপদেশ প্রদান কর না কেন, উহা কোন ক্রমেই আমার হৃদয়ঙ্গম হইবে না। যে হেতু যৎকালীন বিবেক মূর্ত্তিমান্ রূপে মদীয় মানসনিকেতনে আবাস গ্রহণ পূর্ব্বক স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছে, তখন আর আমি কদাচ ষড়্বৈরীর দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া অলীক সংসারকুহকে পতিত হইতে পারিব না। এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারযাত্রা কেবল ঐন্দ্রজালিকের মায়াবৎ, ইহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই। যদ্রূপ ভোজবিদ্যায় আশু চিত্তাকর্ষণ পূর্ব্বক মানবগণের মনোরঞ্জন করে, ইহাও ঠিক্ তদনুরূপই বটে। অধিকন্তু ইন্দ্রজালগ্রস্ত জনের অচিরে ভ্রমাপনোদন হয়, কিন্তু কলুষময় সলিলে পরিপূর্ণ সংসাররূপ মায়াসরসী হইতে বিবেকতরণী ব্যতীত নিষ্কৃতি লাভ করার অন্য উপায় নাই। অতএব আমি সেই বৃহদনিষ্টাকর সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বন গমন পূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনা করিব।

পদ্য।

মায়াময় ভবাম্বুধি আছে সুবিস্তার।
মোহময় বারি তার অগাধ দুস্তার॥
কলুষ সমীপে বিচি সলিলে খেলায়।
মোহিত মনুজ মীন নিবসে তথায়॥
কালপূর্ণে তরঙ্গেতে ভাসয় যখন।
কৃতান্ত ধীবর জালে করয় গ্রহন॥

অসার সংসারযাত্রা অসুখের শেষ।
বিষম বিষয় চিন্তা সার মাত্র ক্লেশ॥
অতএব ওহে ধীর! এই বাক্য ধর।
বিবেকের হার কণ্ঠে পর পর পর।
ধ্যান জগৎপ্রাণে হৃদে দোলাবে সে হার।
পাবে পরব্রহ্ম পদ মরি কি বাহার।

মন্ত্রি বলিলেন মহারাজ! যাহা আজ্ঞা করিতেছেন সত্যই বটে, বিবেকই মুক্তির মূল, বিবেক উপলব্ধি না হইলে মানবগণ কদাচও মুক্তিসোপানে পাদক্ষেপ করিতে পারে না। কিন্তু সেই বিবেকভাবাবলম্বন করা সকল ব্যক্তির পক্ষে সকল সময় সুশোভিত হয় না। যেহেতু অসময়ে বিবেকের অনুগত হইলে সংসারের সুখ সম্ভোগ করা যায় না। মনে করুন জগদীশ্বর এই সংসার সুখাস্বাদনের নিমিত্তেই মানবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিও অর্পণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ "মনুষ্য দুর্লভ জন্ম" ইহা সকলেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু সুখসম্ভোগটী সকলের জন্য সমান নহে। এবং সুখের সময়ও সদা কাল সমভাবে থাকে না। অতএব মহারাজ! সময়ের সুখ সময়েতে সম্ভোগ করিয়া বার্দ্ধক্যাবস্থায় বিবেকাবলম্বন করিলেই মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদিত হয় এবং পরিণামের মুক্তি পন্থাও পরিষ্কৃত হইতে পারে।

পদ্য।

দেখ মহারাজ! এই ভবের বাজারে।
সুখ ভোগ হেতু ধাতা সৃজিল সবারে॥

কিন্তু তাহে কর্ম্মদোষে কত শত জন।
স্ব কর্ম্মের ফল ভুঞ্জে ভ্রমিয়া বিজন॥
কর্ম্ম দোষে কত জন সুখান্তেতে দুঃখী।
কর্ম্ম গুণে কত জন চিরকালাসুখী॥
কর্ম্ম দোষে কত জন হয় ভিক্ষাজীবি।
কর্ম্ম দোষে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ জীবি॥
কর্ম্ম দোষে কত জন হয় হতমানী।
কর্ম্ম দোষে মরে কত হয়ে অভিমানী॥
কর্ম্ম দোষ হেতু কারও হয় সর্ব্বনাশ।
কর্ম্ম দোষ হেতু কারও সবংশে বিনাশ॥
কর্ম্ম দোষ হেতু কেহ সর্ব্বসুখ ত্যজি।
কর্ম্ম দোষ হেতু মরে হইয়ে উত্তেজী॥
কর্ম্ম দোষে অকালেতে যায় কালালয়।
কর্ম্ম দোষে কত জন পাপে পায় লয়॥
অতএব সুখ দুঃখ অদৃষ্টের ফল।
করো না করো না তাহা করো না বিফল॥
নিয়মানুসারে কর্ম্ম করে মহারাজ।
তারুণ্যেতে সুখাসনে করুন বিরাজ॥
বার্দ্ধক্য সময় পরে হইলে আগত।
রবে না এ সুখ আশা হইবে বিগত॥
তখনে বিবেক ভাল শোভিবে রাজন।
এক্ষণে সংসার সুখে পোষ পরিজন॥

বিনোদ সিংহ বলিলেন মন্ত্রিবর! কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখের ফল ভোগ হয় বটে, কিন্তু সেই ক্ষণস্থায়ী সুখে পরিণামের কিছুই উপকার বিধান করিতে পারে না, উহা কেবল স্বপ্নলব্ধ রাজ্যাস্পদের ন্যায়, নিদ্রারূপ মহা মোহাসক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে আশু সুখপ্রদ হয়। ধীমান ও জ্ঞানবান ব্যক্তিরা উহাকে সুখ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন না। বরং অনিষ্টের নিকেতন বলিয়াই তাঁহারদের প্রতীয়মান হয়। দেখ মানবগণ জন্ম গ্রহণ করিলেই কোন না কোন একটী অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া অনর্থক সময় নষ্ট করে। মানবগণ বাল্যকালে অজ্ঞানতাবশতঃ বাল্যক্রীড়ার বাধ্য থাকে, পরে যৌবন কাল সমাগত হইলেই ইন্দ্রিয়সুখে ও বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া পরমপিতা পরমেশের পবিত্র পদ পরিহার করে।

এইরূপে ক্রমশঃ যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে ততই বিষয়বাসনা বলবতী হয়। পরিশেষে দারপরিগ্রহ ও সন্তানোৎপাদিত হইলে শনৈঃ শনৈঃ তাহাদিগের স্নেহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরকালকে কালকবলে সমর্পণ করে। তদনন্তর বার্দ্ধক্যাবস্থায় জরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পুত্র কলত্রাদির কল্যাণ কামনা ও নৈসর্গিক সুখ চিন্তায় উৎপিঞ্জল থাকিয়া বিষয় রূপ ভ্রমকূপে নিমগ্ন হয়। সুতরাং বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ধ্যান সমাধি ইষ্টারাধনা কিছুই সম্পাদিত হয় ন। সুতরাং চরমে নিরয়গামী হইয়া নানাপ্রকার ক্লেশে কাল যাপন করে। অতএব ঈদৃশ বিষময় বিষয় ভোগের জন্য আমাকে আর অনুরোধ করিও না। এই বলিয়া মনের প্রতি উপদেশ এবং মন্ত্রিকে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাগিণী, লুম ঝিজট। তাল, আড়া।

অনিত্য বিষয় লোভে, কেন কর আকিঞ্চন।
জানিয়ে জাননা এযে, সকলি নশ্বর ধন ॥
দারা পুত্র পরিজন, কেহই নহে স্বজন,
সময়ে পালাবে তারা, পথ পরিচয় যেন ॥
তাই বলি ওরে মন, কুপথে মিছে ভ্রমণ,
কেন কর অকারণ, ভাব নিত্য নিরঞ্জন ॥

পদ্য।

আসিয়া ভবের হাটে, খেলারসে কাল কাটে,
বাল্যকাল অবহেলে কার নাহি যায়হে ?
হইলে যৌবনাগত, ইন্দ্রিয়ের অনুগত,
কোন্ জন নাহি হয় এই বসুধায় হে ?
বিশেষতঃ সেই কালে, বিষয় বিভ্রম জালে,
কে না বদ্ধ হয়ে বল ঈশ্বরে ধেয়ায় হে ?
দারাপুত্র পরিজন, সকলি জ্ঞান স্বজন,
সে মহামায়ার পাশ বল কে এড়ায় হে ?
এই রূপে কালগত, সংসার সুখেতে রত,
তদন্তরে বৃদ্ধকাল সম্মুখে দাঁড়ায় হে ॥
তখনেতে জরাগ্রস্ত, থাকে সবে শশ ব্যস্ত,
না হয় সাধন মাত্র বৃথা কাল যায় হে ॥
অতএব মম বাণি, শুন মন্ত্রিচূড়ামণি,
বিষয় বিষম বনে যাওয়া যোগ্য নয় হে।

চতুর্থ সর্গ।

এ ভবের সারোদ্ধার, করিয়ে বিবেক তার,
পেয়েছে রসনা মম, ছাড়িতে না চায় হে॥

মন্ত্রি বলিলেন মহারাজ! যদি চ বিষয়ী লোকের সমাধি করণের সময় অতি বিরল বটে, কিন্তু ভক্তিই মুক্তির একমাত্র কারণ, যদি মনে ভক্তি থাকে তবে সংসারাশ্রমেও পুণ্যোপার্জ্জন হইতে পারে। ফলতঃ সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পুণ্যোপলব্ধি করা শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয় না। সংসার ধর্ম্ম মানবগণের পক্ষে একটী প্রধান ধর্ম্ম, উহা পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মত্যাগী হইতে হয়, অতএব যাহাতে উভয় ধর্ম্ম সুরক্ষিত হয় তাহাই করুন।

পদ্য।

গৃহে কি বিজনে আর জলে কিম্বা স্থলে।
লতাগুল্ম পাদপাদি উদ্ভিজ্জ সকলে॥
নরনারী পশুপক্ষী জীবজন্তু যত।
সর্ব্বত্রেতে সর্ব্বেশ্বর হন বিরাজিত॥
যথা বসি উপাসক করে উপাসনা।
তথাতেই জগদীশ পূরাণ কামনা॥
উপাসনা ধ্যানাদির মূল হয় ভক্তি।
যে স্থানে ভক্তিরাবাস সেই স্থানে মুক্তি।
ভক্তি যদি থাকে মনে বিজনে কি কাজ।
ঘরে বসি সমাধি করুন মহারাজ॥

বিনোদ সিংহ বলিলেন মন্ত্রিচূড়ামণে তুমি যতই উপদেশ দান কর না কেন উহা কখনই আমার হৃদয়ঙ্গম হইবেক না। যেহেতু আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি তাহা হইতে বিপথ

প্রস্থিত হওয়া আমার অভীপ্সিত নহে। অতএব আমার রাজত্ব সুখের আবশ্যকতা নাই। বরং কুলভূষণকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া তুমি এই রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও রাজত্বসুখ সম্ভোগ কর। এই মাত্র বলিয়া পুনঃ মনের প্রতি উপদেশ দিতে লাগিলেন।

রাগিণী ঝুমঝিজেট তাল আড়া।

মজিয়ে ভবেরী ভাবে বৃথা কেনে বাতুল হলি।
কবে হবে প্রস্ফুটিত জ্ঞানের কুসুম কলি॥
পুনঃ কি হবে সে দিন, বিভুপদে হব লীন,
তাই ভেবে দিন দিন, মিছা কেন ক্ষীণ হলি॥
ছি ছি এ রীতি কেমন, কুপথে মিছে ভ্রমণ,
হারাইয়া তত্ত্বজ্ঞান, নিত্যধনে না চিনিলী॥
অতএব বলি মন, কর কুমতি নিধন,
ত্যজ বিষয়কানন, ভবে দিয়া জলাঞ্জলি॥

মন্ত্রিবর রাজার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে ও বিবেকের প্রবলতা দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে ইহাঁকে এক্ষণে আর উপদেশ দ্বারা নিবৃত্তি বা অবিবেকী করার সময় নাই। যে হেতু বিবেক গাঢ়তর রূপে ইহাঁকে আক্রমণ করিয়াছে, অতএব এক্ষণে আর একটী উপায় আছে তাহা অবলম্বন করা যাউক। শাস্ত্রে কথিত আছে রমণীগণ মুনির মনেও বিকারোদ্দীপিত করিতে পারে, অতএব এক্ষণে এতাবদ্বৃত্তান্ত রাজ্ঞীর নিকটে বলাই উচিত, তিনি যদি কোন কৌশলে রাজার এই বৈরাগ্য দমনে ক্ষমতাবতী হন ক্ষতি নাই। ইত্যাদি স্থির সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক রাজ্ঞীর নিকটে গিয়া রাজার বিবেক বৃত্তান্ত

সমুদায় বর্নন করিয়া তাহার দমন বিষয়ে যত্নবতী হইতে বলিলেন।

এদিকে বিনোদ সিংহ বিবেকসাগরে নিমগ্ন হইয়া বন গমনার্থে স্বীয় জননীর নিকটে বিদায় গ্রহণাভিলাষে গমন করিলেন। বৃদ্ধা রাজ্ঞী অন্তঃপুরে উপবিষ্ট থাকিয়া সমাধিতে মনার্পন করিয়াছেন, ইত্যবসরে বিনোদ সিংহ বন গমনোপযোগী বেশে তাঁহার সমীপবর্ত্তি হইয়া যথোচিত সংকার সহকারে প্রণাম করিলেন। রাজ্ঞী যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগের পর পুত্রের তাদৃশ বেশ ভূষা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন বৎস! এ কি? অদ্য তোমাকে এরূপ দীন ভাবাপন্ন এবং নিকৃষ্ট বেশভূষণে বিভূষিত দেখিতেছি কেন? বিনোদ সিংহ বলিলেন জননি! আমি সংসার সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনার্থে বনগমনের মানস করিয়াছি, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বিদায় প্রদান করুন।

বৃদ্ধা মহিষী পুত্রের এবম্বিধ নিষ্ঠুর ও ভীষণ শোকাবহ বাক্য শ্রুতমাত্রে "বাতেন কদলী যথা" ধরাশায়িনী হইলেন। বিনোদ সিংহ তৎকালোচিত শুশ্রূষা দ্বারা মাতার চৈতন্য সম্পাদন করিলে রাজ্ঞী চৈতন্য প্রাপ্তে কথঞ্চিৎ সুস্থা হইয়া কিয়ৎকালান্তে বিনোদ সিংহকে বলিলেন বৎস! তুমি সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ এবং রাজসিংহাসনে আরুঢ় হইয়া আমাদিগকে নানা প্রকারে সুখী করিতেছিলে, এবং বিষয় সুখ সম্ভোগে আপনিও সুখী হইতেছিলে, এসময়ে কি তোমার সেই সমগ্র সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বন গমন করা উচিত? অতএব বৎস! তুমি গৃহবাসে অবস্থিত থাকিয়া ধ্যান ধারণাদি যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু বন গমন বাসনা কদাচ করিও না।

বিনোদ সিংহ বলিলেন মাতঃ! আমি আপনার কুসন্তান, আমার দ্বারা পিতা মাতার কোন উপকার সাধন হইল না, অতএব আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বিদায় প্রদান করুন। আমি এই অকিঞ্চিৎকর বিষয় বাসনা ও সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছি, সংসার সংসার মাত্র, উহাতে অনুমাত্রও সুখের সঞ্চয় হয় না, বরং পদে পদে বিপদাশঙ্কাই করিতে হয়। বিশেষতঃ সাংসারিক লোকের ধর্ম্মোপার্জ্জনাদি সৎকার্য্য সম্পাদন করা অতীব ক্লেশকর ব্যাপার. অতএব জননি! আপনি আজ্ঞা করুন আমি বনগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়া অভীষ্ট দেবতার আরাধনা করি। আর কুলভূষণকে রাজত্বে অভিষিক্ত করিলাম, যখন এ দুর্ভাগাকে স্মরণ হইবে তখন আপনি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মনকে প্রবোধ দ্বারা শোক সংবরণ করিবেন।

রাজ্ঞী বলিলেন বৎস! তুমি এই নিদারুণ বাক্যানলে আমাকে পরিতাপিত করিও না, ফলতঃ আমি জীবিতা সত্ত্বে তোমাকে কোন ক্রমেই বন গমন করিতে দিব না। আমি বহু যজ্ঞ, অনন্ত ব্রত, এবং অতুল আরাধনার ফল স্বরূপ তোমাকে পুত্র লাভ করিয়াছি। এবং তোমাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া রাজত্বে অভিষিক্ত করিয়াছি, তুমিও পুত্রোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা আমাদিগকে সুখী করিয়াছ। এক্ষণে কি আমাকে শোকসাগরে বিসর্জ্জন দিয়া বনগমন পূর্ব্বক চির দুঃখিনী করিবে? ইহাই কি আমার কষ্ট সহ্য ও প্রতিপালন করার ফল হইল? বিশেষতঃ তুমি কৃতবিদ্য মনুষ্য, তোমাকে অধিক কি উপদেশ দিব? দেখ বৎস! শাস্ত্রে কথিত আছে "পিতা মাতার শুশ্রূষা করা সন্তানদিগের প্রধান ধর্ম্ম"

অতএব বৎস! তুমি মাতাকে জীবিতাবস্থায় শোকরূপ কাল গ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া মাতৃহত্যা করিবা ইহাই কি তোমার বিদ্যাভ্যাসের ফল?

বিনোদসিংহ বলিলেন মাতঃ! এই সংসারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কলত্র যত জনই হউক না কেন উহার কেহই কাহারো কৃতকার্য্যের ফল ভোগী নহে। সকলেই স্বীয় স্বীয় কৃত কার্য্যের ফলভোগ করে। সুতরাং পরিণামের পথ পরিষ্কারার্থে যাহার যেরূপে পুণ্যোপার্জ্জনে বিশ্বাস হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। অতএব জননি! আমি সংসারাশ্রমের যাবতীয় ব্যাপার হইতে অবসর হইয়া বিবেক আশ্রয় করিয়াছি, এক্ষণে আমাকে উপদেশ দেওয়া বিফল। বিনোদসিংহ এই বলিয়া স্বীয় পুত্র কুলভূষণকে আনয়নার্থে দূত প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর কুলভূষণ দূত সমভিব্যাহারে উপনীত হইয়া পিতা এবং পিতামহীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে বিনোদ সিংহ বলিলেন বৎস! আমি এই অকিঞ্চিৎকর সংসার ধর্ম্ম ও বিষয় বাসনা পরিত্যাগে বনগমন এবং তোমাকে রাজত্বে অভিষিক্ত করার বাসনা করিয়াছি, তুমি এই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রাজসিংহাসনে অধিবেশন পূর্ব্বক রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন কর।

আমি বন প্রস্থান করিলাম বলিয়া খেদ করিও না। দেখ, পিতা মাতা কাহারো চিরকাল বর্ত্তমান থাকে না, বিশেষতঃ এই সংসারে পিতা মাতা ভ্রাতাদি যতই দেখিতে পাওয়া যায়, সময়েতে তাহারা কেহই কাহারো উপকার করিতে পারে না, সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্যকার্য্য করিয়া থাকে।

অতএব বৎস! তুমি সুশিক্ষিত তোমাকে আর অধিক কি বলিব, জগদীশ্বরের প্রিয়কার্য্য ও নরনিকরের হিতকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক রাজত্ব সুখ সম্ভোগ কর। আর মাতা যখন আমাকে মনে করিয়া দুঃখিতা হইবেন তখন তুমি তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া উপদেশ দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিও।

কুলভূষণ পিতার এবম্বিধ বাক্যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বারংবার তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং গদ্গদ বচনে বলিলেন পিতঃ! এই জগতীতলে যত স্নেহই হউক, তন্মধ্যে অপত্যস্নেহই প্রধান. ইহা দেব, দানব, নাগ, মানব, পশু, পক্ষি সমগ্র প্রাণিতে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আপনি যে সেই প্রগাঢ় স্নেহ পরিহার করিয়া, বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, এবং সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক বনে গমন করিবেন ইহাই অতীব দুঃখের কারণ। অতএব পিতঃ! আপনার পাদপদ্ম সমীপে এই প্রার্থনা যে আপনি সেই স্নেহ ও বাসনা এবং ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া সংসার ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ইষ্টারাধনা করুন।

কুলভূষণ ইত্যাকার বহুতর বিলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফলে তাহা কিছুই কার্য্যকর হইল না। বিনোদসিংহ এমনই বিবেকানুরাগী হইয়াছিলেন যে প্রাণাধিক শিশুপুত্রের তাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণেও তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল না। এদিকে বৃদ্ধা রাজ্ঞী পুত্রের এবম্বিধ নির্ম্মমতা দর্শনে অনুরোধ দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করণাশয়ে নৈরাশ হইয়া একান্তে রোদন করিতে লাগিলেন। এবং শিরে করাঘাত পূর্ব্বক পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হা বৎস!

বিনোদ! তুমি সত্য সত্যই এ দুঃখিনীরে দুঃখিনীরে বিসর্জ্জন দিয়া বনে গমন করিবে? হা বৎস!—আমি তোমাকে জঠরে ধারণ করিয়াছি, এবং তোমার লালন পালন জনিত কত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, পরিণামে কি তাহার এই ফললাভ হইল? হা! জীবনসর্ব্বস্ব! হা! দুঃখিনীর ধন! হা! প্রাণাধিক! এ দুঃখিনীকে জীবিত পুত্রের দুঃসহ শোকানলে চিরজীবন দগ্ধ করিবে ইহাই কি মানস করিয়াছিলে?

হা! বৎস! তুমি আমার একমাত্র দরিদ্রের ধন, অন্ধের যষ্ঠি এবং নয়নের তারা, তোমার বদন সুধাকর দিনান্তরে একবার দর্শন না করিলে আমি স্থির চিত্তে অবস্থান করিতে পারি না। তোমার ভোজন না হইলে সে দিবস আমার ভোজনে তৃপ্তি লাভ হয় না, তোমার চন্দ্রানন মলিন দেখিলে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়। তোমার সুখেই আমি স্বর্গসুখ উপভোগ জ্ঞান করি। হায়! এক্ষণে তোমাকে বনবাসার্থে বিদায় দিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব? অতএব বৎস! তুমি অগ্রে আমাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ যথেচ্ছা গমন কর।

কিন্তু বিনোদসিংহ বিবেক কর্ত্তৃক এমনই আক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, সেই স্নেহময়ী জননীর এতাদৃশ বিলাপের প্রতি তিনি দৃক্পাতও করিলেন না। তিনি পুত্রের শিরশ্চুম্বন ও মাতৃপদরজঃ শিরে ধারণ পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণার্থে স্বীয় সহধর্ম্মিণী হেমলতার নিকটে গমন করিলেন। বৃদ্ধা রাজ্ঞী শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। পিতৃবিরহবিধুর রাজকুমার (হাঃ! তাতঃ! হা! তাতঃ? বলিয়া) উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সপ্তমবর্ষীয় শিশু কুলভূষণের পিতৃ বিচ্ছেদ (বন-

গমন জনিত শোক) দুঃসহ ক্লেশকর ও রাজ্যভার গুরুতর বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

রাজমন্ত্রি সুবক এতাবদ্বিবরণ কিম্বদন্তী অবগতে সন্ত্রস্ত হইয়া রাজভবনে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন রাজকুমার কুলভূষণ হা তাতঃ! হা তাতঃ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন. জীবিতপুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধামহিষী ছিন্নমূল পাদপ প্রায় ধরাসনে নিপতিত রহিয়াছেন. এবং পৌর-জনেরা নানা স্থানে ভূবিলুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। রাজপুর আর্ত্তরবে পরিপূর্ণ ও কোলাহলময় হইতেছে। সুতরাং তিনি নিতান্ত দুঃখিত ও হতাশ হইলেন। কিন্তু কি করেন? অনিবার্য্য কারণ, কাজেই রাজার গতিরোধের চেষ্টায়. বিরত হইয়া কুলভূষণকে নানা প্রকার সদুপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা করিলেন, এবং বহু আয়াসে বৃদ্ধা মহিষীর মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন।

বৃদ্ধা রাজ্ঞী চৈতন্য প্রাপ্তেই প্রাণাধিক পুত্রের অদর্শনে হা হতোস্মি রবে পুনরায় মূর্চ্ছাপন্না ও ধরাশায়িনী হইলেন। মন্ত্রি পুনরায় বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনান্তে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্নিবার্য্য পুত্র-শোক কি কখনও উপদেশ দ্বারা নিবারিত হয়? সুতরাং রাজ্ঞী জীবিতপুত্রশোকে অধীরাঙ্গী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা মহিষী উন্মাদিনী প্রায় হইয়া পুত্রের বনগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া, জীবনসর্ব্বস্ব পুত্রকে সম্বোধন পুর্ব্বক উচ্চৈঃ-স্বরে বলিতে লাগিলেন "হা বৎস! কোথায় গমন করিলে? স্নানের বেলা হইয়াছে, শীঘ্র আসিয়া স্নান ভোজন কর" ইহা

বলিতে বলিতে পুনঃ জ্ঞানোদয় হইলে শিরে করাঘাত পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এবং বিধাতাকে নানা প্রকার তিরস্কার করিয়া কহিলেন "হা! বিধাতঃ! আমাকে পাগলিনী করিবে ইহা২ কি তোমার মনে ছিল? হা! আমি কি অপরাধ করিয়াছিলাম? অথবা তোমার সহিত আমার কি বিবাদ ছিল যে, আমাকে এই দুঃসহ শোকানলে দগ্ধ পূর্ব্বক সেই বাদ সাধন করিলে? হায়! আমি পূর্ব্ব জন্মে না জানি কতই পাপ করিয়াছিলাম, তাহা না হইলে আমি রাজতনয়া, রাজজায়া, এবং রাজমাতা হইয়াও আমাকে এতাদৃশ নিদারুণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হইল কেন?"

ইত্যাকার নানারূপ খেদ করিয়া বৃদ্ধারাজ্ঞী পুনর্ব্বার স্বীয় জীবনকে তিরস্কার ও কৃতান্তকে ধিক্কার করিয়া কহিলেন রে! পাপীয়সীর পাপ জীবন! তুই এখনও এই হতভাগিনীর দেহ মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছিস? তোর কি অবস্থানের আর স্থান নাই? হারে দগ্ধ জীবন! তুই কি সেই জীবন সর্ব্বস্ব পুত্রের অনুগমনে অক্ষম হইলি? এ দুর্ভাগিনীর দেহ কি তোর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না? হা পাষাণ-হৃদয়! তুই কি এতই কঠিন যে, বজ্রাঘাত স্বরূপ জীবিত পুত্রের শোকেও বিদীর্ণ হইলি না? হারে দুরন্ত কৃতান্ত! তুই কি এ হতভাগিনীকে চক্ষে দেখিতেছিস না? (হায়! কি হইল!) ইহা বলিতে বলিতে পুনঃ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ফলতঃ যাহার এতাদৃশ সদ্গুণ সম্পন্ন পুত্র তাদৃশ বিভূতি সত্ত্বেও বনবাসী হয় তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র।

পঞ্চম সর্গ।

এদিকে বিনোদ সিংহ বিবেকার্ণবে ভাসমান হইয়া পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক বন গমনাভিলাষে স্বীয় সহধর্ম্মিণী হেমলতার অনুমতি লাভাশয়ে অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন। হেমলতা রাজাকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথোচিত সৎকার সহকারে আসন প্রদান করিলেন। রাজা কি বসিবেন? তাঁহার চঞ্চল চিত্ত বিবেকে পরিপ্লুত, কোন ক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বনে সক্ষম হইল না, সুতরাং তিনি রাজ্ঞীর নিকটে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে। আমি একটী মনন করিয়াছি, অতএব তুমি তাহাতে অনুমোদিনী হইয়া সত্বর আমাকে বিদায় প্রদান কর।

রাজ্ঞী হেমলতা (মন্ত্রীর মুখে রাজার বিবেক বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন তথাপি) বলিলেন নাথ। একি অসম্ভাবনীয় বাক্য? আপনকার আজ্ঞায় এ অধীনী নিরানুমোদিনী হইবে ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে! আপনি যাহা বলিবেন তাহাই এ অধীনীর সাধ্যানুসারে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। রাজা বলিলেন প্রিয়ে! তবে শ্রবণ কর, আমি এই অসার সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কুলভূষণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক ধর্ম্মোপার্জ্জনার্থে বনগমন করিব, একারণ তোমার নিকটে বিদায় যাচ্ঞা করি, তুমি প্রসন্ন

চিত্তে আমাকে বিদায় প্রদান কর। যেহেতু সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর, উহাতে লিপ্ত থাকিলে কোন ক্রমেই ইষ্টারাধনা সম্পন্ন হয় না, কেবল নিদ্রা কলহাদি অলীক কার্য্য কলাপে সময় নষ্ট হয়।

সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁজিট খাম্বাজ, তাল যৎ।

(প্রিয়েগো!) রবনা আর এসংসার ভবনে।
আমি পেয়েছি বিবেক অসি নাশিতে রিপুগণে॥
থাকিয়া সংসারাশ্রমে, মুগ্ধ হলেম ক্রমে ক্রমে,
দিবা গেল মিছা ভ্রমে, নিশি গেল শয়নে॥
অতএব বলি প্রিয়ে, বিদায় কর সদয় হয়ে,
সাধিতে সে নিত্য ধনে যাব আমি বিজনে॥

পদ্য।

শুন প্রাণ প্রেয়সী গো মম নিবেদন।
বিফলেতে কাল গেল হল না সাধন॥
জন্ম নিয়ে কর্ম্ম ভূমে বৃথা কাল হরি।
গেল কাল এসে কাল কবে লবে হরি॥
আশা ছিল বিভু পদ করিতে সমাধি।
কিন্তু পার হোতে হবে সংসার জলধি॥
সুযোগ করেছি পার হইবার হেতু।
নির্ম্মাণ করেছি প্রিয়ে বিবেকের সেতু॥
তদন্তরে সাধনের করেছি উপায়।
ষড়্ বৈরী বিঘ্নকারী হইলেক তায়॥

রিপু রূপী করিগণে করিতে দমন।
জ্ঞানাঙ্কুশ প্রাণ প্রিয়ে করেছি ধারণ॥
সাধিতে সে নিত্য ধনে করেছি উপায়।
করগো বিদায় প্রিয়ে! করগো বিদায়॥
এখনি করিব যাত্রা ব্যাজ নাহি আর।
ধন্যরে সংসার তব পদে নমস্কার॥

হেমলতা বলিলেন নাথ! এ অধিনীর বাক্য যদি তাক্ত জনক না হয় তবে কিঞ্চিৎ নিবেদন করি। আপনি দেখুন! জগদীশ্বর তাঁহার প্রীতিকর ও জন পরম্পরার হিতকর কার্য্য সম্পাদনার্থে মানবগণকে সৃষ্টি ও নিয়োজিত করিয়াছেন, এবং সেই বিশ্বারাধ্য বিশ্বপাতাও সর্ব্বত্রেতে সমভাবে বিরাজমান আছেন, সুতরাং ভক্তিযোগ সহকারে যে স্থানে বসিয়া তাঁহার উপাসনা করা যায় তাহাতেই তাঁহার প্রিয়-কার্য্য প্রতিপাদ্য হইতে পারে। অতএব, নাথ! যদি সমাধিতে মনোনিবেশ করার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে গৃহাশ্রমে থাকিযাও জগদীশ্বরের উপাসনা করা উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতে পারে।

পদ্য।

যিনি হন নির্ব্বিকার, নির্ম্মল নিষ্কল।
যিনি হন নিরঞ্জন, সবল দুর্ব্বল॥
যিনি হন নিখিলের, সর্ব্ব সুখ দাতা।
যিনি হন বিশ্বাম্বর, যিনি বিশ্ব পাতা॥
যিনি হন বিশ্ব ব্যাপি, বিশ্ব প্রপালক।
যিনি হন অখিলের, মঙ্গল দায়ক॥

যিনি হন নিরাকার, নিরাতঙ্ক ময়।
যিনি হন ধ্যান জ্ঞান, যিনি নিরাময়॥
যিনি হন সর্ব্বজীবে, জীবন স্বরূপ।
যিনি হন সর্ব্বানন্দ, পীযুষের কূপ॥
যিনি হন সত্য রূপ, নিত্য নিকেতন।
যিনি হন স্বৎ স্বরূপ, ত্রিলোক তারণ॥
যিনি সমগ্র নিয়ন্তৃ, এ জগন্মণ্ডলে।
যিনি বনস্পতি ক্রমে, বহ্নি জলে স্থলে॥
যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি, হয়েছে সংসার।
যাঁহার ইচ্ছায় পুন হইবে সংহার॥
যাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্র, সূর্য্য ভ্রামামাণ।
যাঁহার আজ্ঞায় অগ্নি, করে তেজ দান॥
যাঁর আজ্ঞা ক্রমে ভ্রমে, নক্ষত্র নিকর।
যাঁর আজ্ঞা ক্রমে চরে, এই চরাচর॥
যাঁর আজ্ঞা ক্রমে ঋতু, পরিবর্ত্ত হয়।
যাঁর আজ্ঞা ক্রমে দিবা নিশি প্রকাশয়॥
তিনিই সর্ব্বগ বিভু, স্থিতি সর্ব্বত্রেতে।
তবে কেন আশা নাথ! বিজন বাসেতে॥
অতএব প্রাণ নাথ! করি নিবেদন।
পরিহার কর বন, ভ্রমণাকিঞ্চন॥
গৃহে থাকি উপাসনা কর প্রাণ নাথ।
অবশ্য করিবে কৃপা জগতের তাত॥

বিনোদ সিংহ বলিলেন, প্রিয়ে! যাহা বলিতেছ সত্যই বটে, কিন্তু তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি " সংসারধর্ম্মে থাকিয়া

জগদীশ্বরের উপাসনা করা সমূহ ক্লেশকর” যেহেতু বিষময় বিষয় ব্যাপারের এতাদৃশ আকর্ষণ শক্তি যে উহাতে মানবগণের মন অনায়াসে আকৃষ্ট করিয়া ফেলে মনুষ্যেরা যতই মনীষামান ও ধর্ম্মপরায়ণ হউক না কেন গৃহধর্ম্মে থাকিলে ইন্দ্রিয় সমুদায় সংযমন করিয়া, রিপুকুল পরাজয় করিয়া এবং মনকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বরারাধনায় কদাচ সক্ষম হইতে পারে না। একারণ আমি কুলভূষণকে রাজত্বে অভিষিক্ত করিয়া বন গমন পূর্ব্বক সমাধি করণের অভিলাষ করিয়াছি।

পদ্য।

শুন প্রিয়ে, মন দিয়ে, বিবরিয়ে কই।
গৃহে থেকে, বিভু ডাকে, হেন জন কই॥
পরিজনে, পর জানে, কেবা আত্মবই।
গৃহবাসে, মোহপাশে, সবে বদ্ধ রই॥
কোন জনে, ত্রিভুবনে, হয়ে লোভজয়ী।
বৃথা কাজে, লোভে মজে, উপাসনা কই॥
গৃহে থাকি, মনপাখী, বাঁধিয়াছে কেবা।
কেবা ত্যজি, ভোজবাজী, করে বিভুসেবা॥
কোন্ জনে, একমনে, বিভু চিন্তাকরে।
নিত্য ধনে, সত্যজ্ঞানে, দেখ কোন্ নরে॥
এ ভবনে, কোন্ জনে, বিষয়ের সুখ।
ত্যজিবারে, একেবারে, বাড়ায়েছে মুখ॥
থাকি ঘরে, সবে করে, বিষয়ের খেলা।
প্রতিক্ষণে, হয় মনে, পাতকের ভেলা॥

এইহেতু, সারসেতু, নির্ম্মাইনু আমি।
কর সতী, অনুমতি, হব বনগামী॥

হেমলতা বলিলেন নাথ! বিষয় ব্যাপারাদি সংসার যাত্রা যে সমাধির বিঘ্নকারী ইহা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু কুলভূষণকে রাজত্বে অভিষিক্ত পূর্ব্বক রাজ্যভার যদি তাহার হস্তেই বিন্যস্ত হয়, তাহা হইলে বিজন গমনের প্রয়োজন কি? অতএব প্রাণ নাথ! অধীনীর মতে ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় যে, কুলভূষণের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক আমরা উভয়ে সে ভার হইতে বিমুক্ত হইয়া পৃথকাবাসে অবস্থান করি, তাহা হইলে আর সমাধির বিঘ্ন ঘটনার সম্ভাবনা থাকিবে না।

পদ্য।

নিবেদয় প্রাণেশ্বরে, এ অধীনী যুক্তকরে,
যুক্তকরে লও শ্রীচরণে।
তুমি কান্ত গুণমণি, সুশিক্ষিত শিরোমণি,
তেই নাথ! বলিলে সদনে॥
জগদীশ এজগতে, সৃজিলেন নানামতে,
প্রাণিপুঞ্জ বিবিধ প্রকারে।
সৃষ্টিমধ্যে শ্রেষ্ঠ নর, করিলেন সৃষ্টিধর,
বিবেচনা করি তদন্তরে॥
কি আশ্চর্য্য তাঁর শক্তি, বর্ণিবারে কার শক্তি,
আছে নাথ! বল এসংসারে।
কার সাধ্য তাঁর গুণ, ব্যক্ত করে হবে নিপুণ,
বল নাথ কে জানে তাঁহারে॥

একমাত্র অনুমানে, ভক্তিযোগে যেই জানে,
সেই জনে বলি মহাজন।
মনুজ মণ্ডলে ধন্য, সেই জন অগ্রগণ্য,
হয় নাথ! ইহারি কারণ॥
ফলে নাথ এই ধার্য্য, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য,
ভক্তিভাবে যে করে সাধন।
কি তাহার গৃহারণ্য, সর্ব্বত্রেতে সমগণ্য,
স্বার্থশূন্য হয় যেই জন॥
সর্ব্বস্থলে সর্ব্বেশ্বর, সমভাবে নিরন্তর,
ব্যাপক আছেন তেজোময়।
এই স্থির জানি মনে, ভজ সেই নিত্যধনে,
গৃহারণ্যে ভিন্নফল নয়।

অতএব মহারাজ! প্রাজ্ঞ ও নিষ্কামী লোকদিগের গৃহ ও অরণ্য এবং জল স্থল সকলই তুল্য জ্ঞান। বিশেষতঃ আপনি ইহা অবগত আছেন যে, জগদীশ্বর এই বিস্তীর্ণ সংসার মধ্যে সার অসার সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু মানবগণ ভ্রম বশতঃ সারভাগ পরিত্যাগ করিয়া, এই সুখময় সংসারকে কেবল অসার সংসার বলিয়াই ঘোষণা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বিজ্ঞ ও সাধু লোকেরা সেই "অসার সংসারের" সারোদ্ধার করিয়াই পরম পুরুষার্থ লাভ করেন।

প্রাণনাথ! মনে করুন পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "জগদীশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে পুণ্য ও তাঁহার নিয়ম অতিক্রম করিলে পাপ হয়, বিশেষতঃ জগদীশ্বর সমগ্র প্রাণিপুঞ্জমধ্যে মনুষ্য জাতিকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বুদ্ধি বৃত্তি অর্পণ করিয়াছেন"

এবং কেবল সেই শ্রেষ্ঠত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সাংসারিক সুখাস্বাদনেরও একমাত্র অধিকারী করিয়াছেন। এস্থলে সেই সংসার সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন গমন করিলে এক প্রকার তাঁহার (ঈশ্বরের) নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। অতএব মহারাজ! অধীনীর মতে সংসার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া গমন পূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনা করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। যে হেতু হিন্দুধর্ম্মের সার গ্রন্থ বেদ বলিয়াছেন, (যথা)

"একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

অর্থাৎ একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক শুভ হয়। ও তাঁহার প্রীতি জনক ও প্রিয় কার্য্য সাধন করাকেই তাঁহার উপাসনা বলা যায়। সুতরাং জগদীশ্বরের প্রিয়কার্য্য সকলই সংসারধর্ম্মে থাকিয়া নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন যদি বনবাসী হইলেই তাহার উপাসনা সংসাধিত হয় তাহা হইলে ব্যাঘ্র ভল্লুক এবং শৃগাল শূকরাদি বন্য জন্তুকেও তাঁহার উপাসক বলা যাইতে পারে।

যদ্যপিও কতিপয় পুরাণ ও তন্ত্রাদি দ্বারা অরণ্যচারী হইয়া তপস্যা করার নিয়ম প্রতিপন্ন হয় বটে, কিন্তু হিন্দুদিগের (আমাদিগের) ধর্ম্মশাস্ত্রের নিদানভূত বেদের কোন অংশেই তাহার প্রমাণ ও বিধান দৃষ্ট হয় না, কেবল একমাত্র জগদীশ্বরের উপাসনা করার উপদেশই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এস্থলে কেবল মানবগণের স্বভাব সংশোধনার্থেই মহর্ষিরা অরণ্যচারি হইয়া উপাসনা করার বিধি সংস্থাপিত করিয়াছেন ইহাই অনুভব করিতে হইবে সন্দেহ নাই। অতএব প্রাণনাথ! ধর্ম্মোপার্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অধর্ম্মাচরণ

করা কোন মতে শ্রেয়স্কর নহে। যেহেতু জগদীশ্বরের অনভিপ্রেত কার্য্য করা ও বেদবিধি উল্লঙ্ঘন করা উভয়ই পাপোপার্জ্জনের কারণ, অতএব মহারাজ! সংসার ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া বেদবিধানানুসারে ঈশ্বরারাধনা করাই অধীনীর মতে উপযুক্ত বোধ হয়।

বেদবেত্তারা এইরূপ উপাসনা প্রণালী বলিয়া গিয়াছেন যে, নিভৃত স্থানে অবাস্থিতি করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। উপাসনা দ্বারাই মানবগণের মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও পবিত্রাদির উন্নতি সাধন হয়। উপাসনা স্বর্গের দ্বার স্বরূপ, পরব্রহ্ম লাভের একমাত্র উপায়। এই নিমিত্ত প্রতিদিন নিয়মিত রূপে পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করা কর্ত্তব্য।

উপাসনার স্থান গৃহে বা অরণ্যে নহে, এবং শারীরিক সম্বন্ধে জিহ্বাতে, চক্ষুতে, অথবা মুখেতে নহে, বিশেষতঃ উহা ইন্দ্রিয়াদি শারীরিক কার্য্যও নহে, ইন্দ্রিয় সমূহ উপাসনা কার্য্যের অবলম্বন মাত্র। প্রকৃত উপাসনা অন্তরে, কেবল এক মাত্র আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্মিলনের নামই উপাসনা। ফলতঃ গৃহেই হউক বা অরণ্যেই হউক উপাসনা করার পূর্ব্বে মনকে নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় সুস্থির করিয়া নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মধ্যান করিবে। যে হেতু আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং গৃহবাস কি বনবাস কিছুরই অপেক্ষা থাকিল না। অতএব যৎকালীন বেদে বনচারি হইয়া উপাসনা করার বিধি দর্শন হইতেছে না, তখন বনবাস কেবল মনের ভ্রম মাত্রই বলিতে হইবে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালীন ইতিহাসেও প্রকাশ আছে সূর্য্যবংশীয় রঘুরাজ এইরূপ বিবেকের অনুগত হইয়া বন গমন পূর্ব্বক উপাসনা করণাভিলাষী হইয়া ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞগণের উপদেশানুসারে তিঁনিও সেই বনগমনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহবাসে থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা করত চরমে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। অতএব নাথ! আপনি বনবাস বাসনা পরিত্যাগ করুন, গৃহবাস বনবাসে উপাসনার ফলের কিছুই ন্যূনাধিক হয় না. উহা কেবল ভ্রম বৈ নহে। ফলতঃ ভক্তিযুক্ত হইয়া ও অবিচলিত চিত্তে ঈশ্বরারাধনা করিলে গৃহে থাকিয়াই চরমে পরম পুরুষার্থলাভ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

আপনি মনে করুন, জগৎপাতা জগদীশ্বর এই সংসারধর্ম্মকে কতপ্রকার সুখের আকর স্থান করিয়াছেন, ও মানবগণের ঐহিক পারত্রিকের শুভ সম্পাদনার্থে কতপ্রকার সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, এবং জগদীশ্বরের উপাসনার জন্য কতই কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন উহা ভাবিয়া দেখিলে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরকে স্মরণ করিয়া কোন ব্যক্তি তাহার সৃষ্টি নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? সুতরাং সংসার ধর্ম্মে থাকিয়া সর্ব্বকালই তাহাঁর উপাসনা সংসাধিত হইতে পারে।

দেখুন. জগদীশ্বর এই জগন্মণ্ডলে ভূচর খেচর জলচর বনচর প্রভৃতি যতপ্রকার প্রাণি পুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার সকলেরই এক একটী আবাস স্থান ও জীবিকা নির্ব্বাহের সদুপায় নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। এবং সমগ্র প্রাণিকেই উপাসনা দ্বারা মুক্তিপথ পরিষ্কারের উপায় করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং জীবজন্তু পশু পক্ষী সকলেই স্বস্বাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক

যথানিয়মে কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ ও যথাকথঞ্চিৎ উপাসনা করিয়া জগদীশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে মানবগণকে যদিচ নানাপ্রকার ব্যবসায় ও বিষয় কর্ম্মাদি বিবিধ কার্য্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায়, তথাপি সাধু চরিত্র অনেক লোকেই প্রতিদিন নিয়মিত-রূপে জগদীশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন।

মনে করুন, আশ্রমবাসি মানবগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে মানসিক অর্চ্চনা দ্বারা পরমপিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া দিগ্‌দিগন্তরে গমনানন্তর স্বীয় স্বীয় বৈষয়িক কার্য্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়। এবং স্বায়ংকালে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ক্ষণকাল জগদীশ্বরের উপাসনা কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া থাকে। আপনি বলুন দেখি ইহাতে কি তাহারদিগের উপাসনার কার্য্য সংসাধিত হইবে না, অবশ্যই হইতে পারে।

প্রাণনাথ! মনে করুন, এই সাংসারিক সুখ দুঃখ সকলই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য, তিনি ইহখলু নিসর্গের অনুপম সুখাস্বাদনের নিমিত্তই মানবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন কি তিনি স্বয়ংও সংসার সুখাস্বাদনে বিরত হন নাই। যেহেতু তিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মারূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। সুতরাং ইহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপথপ্রস্থিত হইলে তাঁহার নিয়ম অতিক্রম জনিত পাপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

দেখুন! এই সংসার ধর্ম্মে থাকিয়া কেহবা ভিক্ষাহরণ কেহবা কৃষিকার্য্য এবং কেহবা বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা হীনাবস্থায় অতীব কষ্টে কালযাপন করে। কিন্তু তাহারাও সংসার

ধর্ম্মকে সুখাকর বলিয়া পরিগণিত করিয়া থাকে, কেহই ক্লেশের নিকেতন বা অসুখের নিলয় বলিয়া সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমনে কৃত সঙ্কল্প হয় না। বরং যাহাতে সাংসারিক সুখাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনা করণে সক্ষম হইতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে। যেহেতু সংসারধর্ম্মে থাকিয়া পরিজন প্রতিপালনানন্তর ঈশ্বরারাধনা করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও প্রিয়কার্য্য।

আপনি বিবেচনা করুন! ভিক্ষুকেরা সমস্ত দিবস দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া ভিক্ষাহরণ করিয়া ও কৃষকগণ কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিয়া, এবং বণিক নিকর বাণিজ্য কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া যখন স্ব স্ব পর্ণকুটীরাভিমুখে প্রত্যাগমন করে, তখন তাহাদিগের মন যে কতই আনন্দরসে পরিপ্লুত হইতে থাকে তাহা সংসার ধর্ম্মাবলম্বী কে না অবগত আছেন? ফলতঃ তৎকালে স্বীয় জীর্ণ পর্ণকুটীর বলিয়া বা হীনাবস্থা মনে করিয়া কাহারও মনেই দুঃখ বা ঔদাস্য ভাবের উদয় হয় না। বরং প্রাণাধিক পুত্র কলত্রের মুখাবলোকনে ও তাহারদিগের সুধাসিক্ত বাক্য শ্রবণে "যার পর নাই" সন্তোষলাভ এবং কৈবল্যাধিক অতুল্য সুখ উপভোগ করিয়া থাকে। অতএব প্রাণেশ্বর! আপনি দেখুন! এই সংসার ধর্ম্মে অবস্থিতি করিলে কায়িক, বৈষয়িক ও পারলৌকাদি সমগ্র সুখেই সুখী হওয়া যায়। বিশেষতঃ জগদীশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক যথা সময়ে তাঁহার উপাসনা করিলে অনায়াসে ধর্ম্মোপার্জ্জন হইতে পারে।

বিনোদ সিংহ বলিলেন প্রিয়ে! তুমি আমার দেহার্দ্ধ, তোমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, বরং

অবশ্য প্রতিপালনীয়ই বলিতে হইবে। কিন্তু যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, উহা মৎকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হওয়ার আশা সুদূর পরাহত। যে হেতু আমি বিষয়বাসনা, অপত্যস্নেহ এবং ইন্দ্রিয় সুখলালসা পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব প্রিয়ে! গৃহে থাকিয়া সমাধি করার জন্য কদাচ আমাকে অনুরোধ করিবে না। এক্ষণে তুমি প্রসন্নচিত্তে আমাকে বিদায় প্রদান কর এই মাত্র প্রার্থনা।

হেমলতা এবম্বিধ উপদেশ দ্বারাও বিনোদ সিংহের বিবেকাপনোদনে ক্ষমতাবতী হইতে পারিলেন না। যেহেতু তৎকালেও বিনোদ সিংহের বনগমন বাসনা অন্তর হইতে অন্তর হয় নাই। সুতরাং তিনি হেমলতাকে বলিলেন প্রিয়ে! তুমি সত্বর আমার প্রতি কৃপা বিতরণে বনগমনার্থে বিদায় প্রদান কর, আমি আর ষড়্‌বৈরী ও একাদশেন্দ্রিয়ের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছুক নহি। দেখ! প্রতিক্ষণেই আয়ুর হ্রাসতা সম্পাদিত হইতেছে, এক্ষণে আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। বিশেষতঃ মানবগণের মনোবৃত্তি অতিশয় চঞ্চল, সর্ব্বকাল এক ভাবে অবস্থিতি করে না। অতএব তুমি শীঘ্র অনুমতি কর আমি সত্য সত্যই বনগমন করিব সন্দেহ নাই।

অনন্তর হেমলতা স্বকান্তকে একান্ত বিবেকের বশীভূত ও বিষয় বাসনায়, অপত্য স্নেহে এবং সংসার ধর্ম্মে হতানু-রাগী দেখিয়া, তাঁহাকে গৃহে থাকার অনুরোধ করণে ক্ষান্ত হইয়া বলিলেন নাথ! যদি এ অধীনীর উল্লিখিত বাক্য সুর-ক্ষিত না হয়, এবং আপনার বনগমন করাই কর্ত্তব্য হয় তবে এ দাসী কি গৃহবাসি থাকিবে? না এ দাসীকে পরিত্যাগ

করিয়া একাকি বনগমন করিবেন ইহাই স্থির করিয়াছেন? বিনোদ সিংহ বলিলেন প্রিয়ে! তুমি যদ্যপি রাজ্ঞী বটে তথাচ অদ্যাপি কুলবধূ মধ্যেই পরিগণিত, সুতরাং ত্বদীয় বন গমন শোভয়মান নহে। বিশেষতঃ আমি নির্জ্জন গিরি-কন্দরে বা নিবিড় অরণ্যানীর অভ্যন্তরে অবস্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা করিব, তথায় ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি ভয়ানক হিংস্র জন্তু সকল বিচরণ করে, অতএব তোমার বনগমন করা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে।

হেমলতা বলিলেন প্রাণেশ্বর! আপনি ইহাই কি কল্পনা করিয়াছেন যে, এ দাসীকে পরিত্যাগ করিয়া বিজন বাসী হইবেন? ফলতঃ ইহা আপনার উপযুক্ত কল্পনা বলিয়া বোধ হয় না। আপনি বলুন দেখি পতিপ্রাণা অভিসারিকা কামিনীগণ ভর্ত্তা বিরহে কে কোথায় অবস্থিতি করিয়াছে? বরং পুরাণাদিতেও বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে অযোধ্যা নিবাসী শ্রীমন্মাহাত্মা রামচন্দ্রের সহ-ধর্ম্মিণী জনকাত্মজা জানকী, নলগৃহিণী ধর্ম্মশীলা দময়ন্তী, এবং সত্যবানের কুললক্ষ্মী সাধ্বী সাবিত্রী ইহাঁরা সকলেই পতির অনুগামিনী হইয়া বিজন ভ্রমণাদি নানা ক্লেশ উপভোগ করিয়াছেন। ফলতঃ স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে স্বামীর কায়ার্দ্ধ স্বরূপা, ও শুশ্রূষায় সেবিকা স্বরূপা ও গৃহবাসে গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা, এবং গমনে ছায়াস্বরূপা হয়। পতিব্রতা কামিনী-গণের পতি ভিন্ন আর কিছুই শ্রেষ্ঠতর ও প্রার্থনীয় নহে। অতএব নাথ! আপনি যথায় গমন করিবেন এ অধীনীও ছায়া স্বরূপ অনুগামিনী হইবে সন্দেহ নাই।

বিনোদ সিংহ গৃহবাস, অপত্য স্নেহ, এবং বিষয় বাস-

নাদি পরিত্যাগ করিয়াও দারা পরিত্যাগে সক্ষম হইতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার বনবাস বাসনার সম্মুখে গৃহ বাস মূর্ত্তিমতী রূপে দণ্ডায়মান হওয়াতে বনবাস গৃহবাসে তুল্য ফল প্রতিফলিত হইতে লাগিল। যেহেতু সংসার ধর্ম্মের সারভূত ও আকর স্বরূপা সহধর্ম্মিণী তাঁহার সমভি-ব্যাহারিণী হইলেন। অতএব তিনি সেই ললনাললাভূত রাজ্ঞী হেমলতার উপদেশে অগত্যা বনগমনাশায় হতাশ হইয়া গৃহবাসে থাকিয়া ইষ্টারাধনা করণেই সম্মত হইলেন। ফলতঃ তাদৃশ পতিপ্রাণা বিদ্যাবতী কামিনীগণের যত্নে কি না সিদ্ধ হইতে পারে।

অনন্তর বিনোদ সিংহ ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! এই সংসার যে অকিঞ্চিৎকর ও অনিত্য পদার্থ তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহা হউক তথাচ আমি ত্বদীয় উপদেশে এবং অনুরোধের দায় আবদ্ধ হইয়া সংসার ধর্ম্মে থাকিয়াই ঈশ্বরোপাসনা করণে বাধ্য হইলাম। কিন্তু আমি সেই বিষদৃশ বিষয় ব্যাপারে কদাচ হস্ত বিস্তার করিব না। অতএব আমি এই সংসার ধর্ম্মে নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক জগদ্যন্ত্রীর উপাসনা করিব, তোমার যদি বাসনা থাকে তবে মৎসমভিব্যাবহারিণী হইয়া স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তা হও।

এই বলিয়া বিনোদ সিংহ পুরান্তর্ব্বর্ত্তী এক নির্জনগৃহে প্রবিষ্ট হইলে পতিপ্রাণা হেমলতাও ছায়াস্বরূপ তাঁহার অনুগামিনী হইয়া সতীত্ব ধর্ম্মানুসারে স্বামি-সেবায় নিযুক্তা হইলেন। বিনোদ সিংহ যদিচ সংসার ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন বটে কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সংসার অসার বলিয়া

প্রতীত হওয়াতে তিনি বিষয় ব্যাপারাদির প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেন না। কেবল দিনযামিনী ঈশ্বরারাধনাতেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যেহেতু তিনি সর্ব্ব বিষয়েই নিষ্কামী হইয়া ছিলেন। সুতরাং আশাহীন ব্যক্তির অসুখের সম্ভাবনা কি?

বিনোদ সিংহ এইরূপে সমাধিতে মনসমর্পণ পূর্ব্বক কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিলেও পতিরতা হেমলতা স্বামি শুশ্রূষায় কালাতিপাত করিলে; তাঁহারদিগের ক্রমেই দিব্য জ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল। এবং তাঁহারা উভয়ই ধর্ম্ম প্রভাবে অতুল আনন্দ উপভোগান্তে যথাকালে মানবলীলা সংবরণ পুরঃসর চরমে পরম পুরুষার্থ লাভ করিলেন।

সম্পূর্ণ।